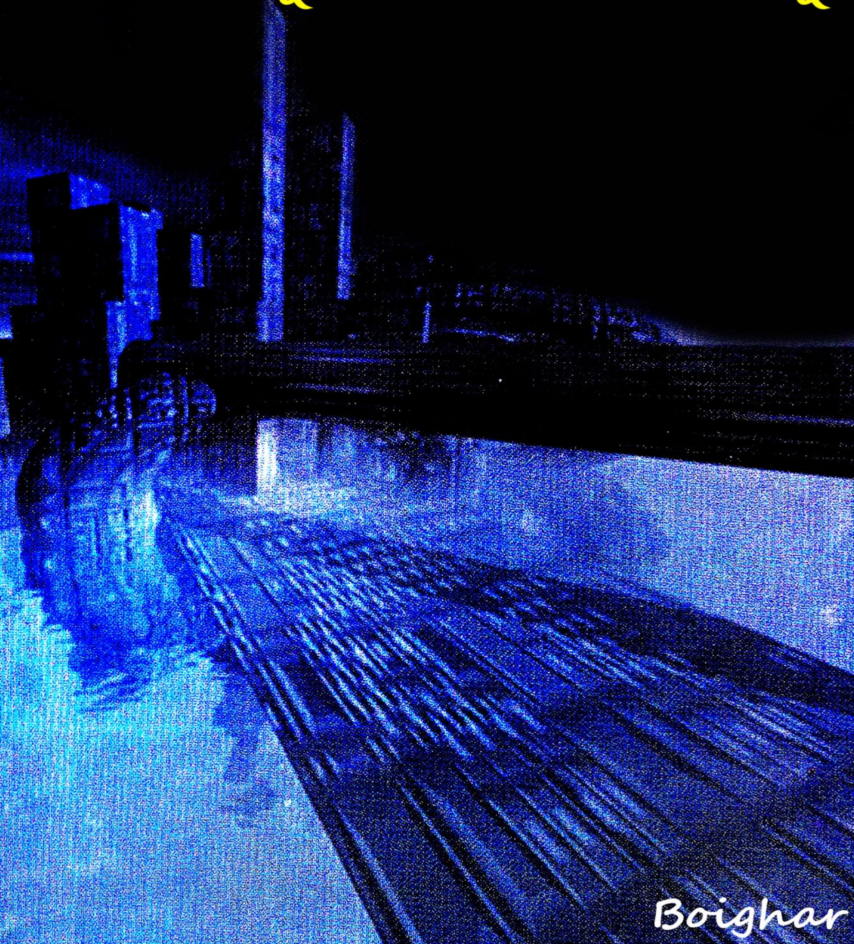
বইঘর নিবেদন

কিশোর সায়েন্স ফিকশন

এলিয়েন ইন দ্য স্কাই

ক্রিস্টোফার পাইক

অনুবাদঃ অনীশ দাস অপু



এলিয়েন্স ইন দ্য স্কাই

মূল ক্রিস্টোফার পাইক

রূপান্তর অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

এক

স্পুকসভিল খুব কমই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পাহাড়ের মাঝখানে এবং সাগরের তীরে বলে সবসময় বইতে থাকা সুশীতল হাওয়া আরামদায়ক করে রাখে শহরটির পরিবেশ। এমনকি চাঁদি ফাটা গ্রীষ্মেও খুব একটা গরম লাগে না শহরবাসীর। তবে গত জুলাইয়ের প্রায় অর্ধেকটা মাস অ্যাডাম এবং তার বন্ধুরা যখন ভূতুড়ে গুহায় আটকা পড়ে গিয়েছিল ওই সময় হু হু করে বেড়ে যায় তাপমাত্রা। দুপুরের দিকে থার্মোমিটারে তাপমাত্রা একশ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে। প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে স্যালি পরামর্শ দিল রিজারভয়েরে যাবে।

'পানিতে নামব না আমরা,' বলল সে। 'তবে ওখানে গেলে ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে যাবে গা।'

ওরা চারজন স্যালি, অ্যাডাম, ওয়াচ এবং সিন্ডি। সিন্ডিদের বাড়ির বারান্দায় বসে সোডা খাচ্ছিল আর একটু পরপর হাতের চেটো দিয়ে মুছছিল ঘামে ভেজা ভুরু। অ্যাডাম আধ কিলোমিটার দূরের আধপোড়া বাতিঘরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে– ওখানে এক ভূতের সঙ্গে লড়াই করেছিল ও। প্রচণ্ড গরমে মনে হচ্ছিল আগুন ধরে যাবে গায়ে। ওর জন্মস্থান কানসাস সিটিতে কখনো এত গরম পড়তে দেখেনি অ্যাডাম। যদিও উত্তপ্ত গ্রীষ্মের জন্য কুখ্যাত এ শহর। এত গরম পড়ার কারণ বুঝতে পারছে না অ্যাডাম।

‘পানিতে নামলে অসুবিধা কী?’ জিজ্ঞেস করল সিণ্ডি।

‘কারণ পানিতে নামলে তুমি মরবে,’ উদাস গলায় বলল স্যালি।

‘রিজারভয়েরে কোনও মাছ নেই,’ যোগ করল ওয়াচ। ‘পানিতে অশুভ কিছু একটা আছে।’

‘কিন্তু স্পুকসভিলের খাবার পানি তো আসে ওই রিজারভয়ের থেকেই,’ বলল অ্যাডাম।

‘এজন্যই এ শহরের অনেক শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেয়,’ বলল স্যালি।

‘কিন্তু পানি পান করার আগে তো ফিল্টার করা হয়,’ জানাল ওয়াচ।

‘কিন্তু ফিল্টার করে কী লাভ হয়?’ জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

‘তা জানি না,’ জবাব দিল ওয়াচ। ‘তবে পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট মাঝে মাঝেই বিস্ফোরিত হয় বলে শুনেছি।’

‘রিজারভয়েরের পানি এত ঠাণ্ডা কেন?’ প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

স্যালি বলল, ‘মেডেলিন টেম্পলটনের কারণে– দুশো বছর আগে এই ডাইনি স্পুকসভিল শহর তৈরি করে। সে বহু লোককে নির্যাতন করে মেরে ওখানে ফেলে রেখেছে। এমনই ভয়ংকর ছিল সেসব দৃশ্য, কল্পনা করলেও মানুষের গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এ জন্যই ওই জায়গাটা বরফের মত ঠাণ্ডা।’

মুখ বাঁকাল সিণ্ডি। ‘এবং তুমি ওখানে যেতে চাইছ শরীর জুড়োতে?’

কাঁধ ঝাঁকাল স্যালি। ‘স্পুকসভিলের সবগুলো রাস্তাতেই ছড়িয়ে আছে ভয় এবং আতংক। এই তো এখানে, তোমার বাড়িটি যেখানে তৈরি করা হয়েছে, মেডেলিন টেম্পলটন একবার এক বাচ্চার মাথা কেটে ওটা ছাগলের মাথায় জুড়ে দিয়েছিল।’

‘অ্যাক থু!’ বলল সিণ্ডি। ‘কী বিশ্রী ব্যাপার।’

‘বিশ্রী ব্যাপার তো বটেই। বাচ্চাটাকে তখন ছাগলের মত দেখাচ্ছিল নিশ্চয়।’ মন্তব্য করল ওয়াচ।

'তা তো দেখাচ্ছিলই।' সায় দিল স্যালি।

'তবে ডাইনি কাউকে মেরে রিজারভয়েরে ফেলে দিয়েছে কিনা আমি জানি না,' বলে চলল ওয়াচ। 'শুনেছি মেডেলিন নাকি লোকদেরকে জোর করে পানিতে নামাত। তখন তাদের গায়ের রঙ ধূসর, মাথার সমস্ত চুল পড়ে গিয়ে ন্যাড়া হয়ে যেত।'

'আমার সুন্দর চুল পড়ে গিয়ে ন্যাড়া হবার চেয়ে মরে যাব তাও ভালো।' নিজের কালো চুলে হাত বুলাল স্যালি।

'আমার ধারণা রিজারভয়েরের পানি ঠাণ্ডা থাকার কারণ মাটির নিচ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে,' বলল ওয়াচ।

'মাটিতে কান পাতো। নদীর কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে পাবে।'

কপালের ঘাম মুছল অ্যাডাম। 'আমাদের কি ওখানে যাওয়া উচিত হবে?'

সিন্ডি বলল, 'ওখানে ভূতুড়ে গুহাটা আছে।'

'তুমি গুহায় না ঢুকলে তো আর তোমার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না,' বলল স্যালি।

'রিজারভয়েরের ওপরে, পাহাড়ে ভূতুড়ে গুহা,' বলল ওয়াচ।

'গতবার বাইক নিয়ে আমরা ওখানে যেতে পারিনি। তবে খাড়া রাস্তা না থাকলে কুড়ি মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে আমরা ওখানে পৌঁছে যেতে পারব।' টি-শার্ট দিয়ে নিজেকে খানিকক্ষণ বাতাস করল সে। 'সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত ওখানে কাটিয়ে আসতে আমার আপত্তি নেই।'

'এত গরম পড়ার কারণ কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'অ্যান টেম্পলটনের অভিশাপ হবে হয়তো,' জবাব দিল স্যালি।

'মেডেলিন টেম্পলটনের শয়তান বংশধর। সে গরম খুব পছন্দ করে। চাইছে আমরা যেন সবাই গরমে সেদ্ধ হয়ে যাই।'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'আমি যাচ্ছি,' আড়চোখে তাকাল সিণ্ডির দিকে। 'তোমার ইচ্ছে হলে আসতে পার।'

স্যালি ওয়াচের কানে ফিসফিস করে বলল, যদিও সবাই শুনতে পেল ওর কথা, 'দেখলে আমাদের অ্যাডাম বাবু তার পেয়ারের সিন্ডি রানিকে ছাড়া একপা-ও কোথাও যেতে চায় না।'

সিন্ডি কটমট করে তাকাল স্যালির দিকে। 'ও হলো মার্জিত একটি ছেলে। মার্জিত শব্দটা শুনেছ কোনওদিন? না শুনলে ডিকশনারি ঘেঁটে দেখো গে,' অ্যাডামের দিকে ফিরল ও। 'আমি সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরলেই হলো। কোথায় গেলাম তা নিয়ে আমার মা'র মাথাব্যথা নেই।'

'আর আমি একমাত্র মরে গেলেই আমার মা'র মাথাব্যথা হবে।' বিড়বিড় করল স্যালি। 'নইলে যা-ই করি, লক্ষই করে না।'

সিধে হলো অ্যাডাম। 'তাহলে ওই কথাই রইল। আমরা বাইক নিয়ে ওখানে যাব। থাকব সূর্যাস্ত পর্যন্ত।'

অন্যরাও খাড়া হলো। স্যালি তার অভ্যাসমত শেষ কথাটি বলল, 'সন্ধ্যার আগে অবশ্যই বাড়ি ফিরতে হবে। কেউ জানে না রাতের আঁধারে আমাদের জন্য কী ওঁৎ পেতে আছে।'

দুই

অ্যাডাম যা ধারণা করেছিল সাইকেলে চড়ে রিজারভয়েরে পৌঁছুতে তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হলো। কারণ জায়গাটা স্পুকসভিল শহরের পেছনের দিকে, পাহাড়ে। খাড়া রাস্তা, তবে গরমটাই যেন সমস্ত শক্তি শুষে নিল অ্যাডামের। পানির ধারে যখন পৌঁছুল ওরা, কুকুরের মত রীতিমত হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছে অ্যাডাম। বাইক থেকে নেমে পড়ল সবাই। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। অবশ্য ওরা প্লাস্টিকের বড় বোতলে পানি নিয়ে এসেছে।

'এখানে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে,' বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বলল অ্যাডাম। বোতল খুলে মুখ ছোঁয়াল।

'যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শপিংমলে চলে এসেছি,' ওকে সায় দিল স্যালি। সেও পানির বোতল খুলল। রোদে এবং সাইকেল চালানোর ক্লান্তিতে মুখখানা লাল।

'সত্যি এখানটাতে ঠাণ্ডা আছে,' বলল ওয়াচ, রিজারভয়েরের কিনারে চলে এল সে। রিজারভয়েরটি ডিম্বাকৃতির, লম্বায় আধ কিলোমিটার, গভীরতাও প্রায় তেমনই। পানির রঙ আশ্চর্য ধূসর। তীরে গাছপালা নেই বললেই চলে। ওয়াচ যোগ করল, 'এখানটা অন্ততঃ আরও দশগুণ বেশি শীতল থাকা উচিত ছিল।'

'আমার অবশ্য নিজেকে বেশ রিফ্রেশ লাগছে,' বলল স্যালি। সে পাথরের একটি বোল্ডারে বসে ইতিমধ্যে অর্ধেক খালি করে ফেলেছে পানির বোতল। 'মন্দ পরামর্শ যে দিইনি বুঝতেই পারছ।'

সিণ্ডি ব্যাগ বোঝাই করে স্যাণ্ডউইচ এনেছে। অল্প যে ক'টা গাছ আছে

রিজারভয়েরের তীরে, তার ছায়ায় বসে ওরা খেতে বসল। খেতে খেতে কথা বলছে ওরা, চুমুক দিচ্ছে বোতলে। গরমটা এখন একটু সহনীয় লাগছে অ্যাডামের কাছে। ওরা রিজারভয়েরের উদ্দেশে বেলা চারটায় রওনা হয়েছে। এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। শেষ বিকেলে সূর্যের তেজ কমে এসেছে। তবে এখনও মাটি ফুঁড়ে যে উত্তাপটা বেরুচ্ছে রিজারভয়েরের আশপাশে হাঁটাহাঁটি করা যাবে না এ গরমে। গুহা খুঁজে তার মধ্যে বসে বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছেও কারও নেই।

ওয়াচ এক প্যাকেট তাস নিয়ে এসেছিল সঙ্গে। সে পোকার খেলার প্রস্তাব দিল। স্যালির সঙ্গে মাঝে মাঝে খেলাটা সে খেলে। নিয়মকানুন জানে না বলে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কখনও তাস খেলেনি অ্যাডাম। তবে সিণ্ডি তাস-টাস খেলা একদমই পছন্দ করে না।

'আমার মা'র দু'চক্ষের বিষ জুয়ো,' বলল সিণ্ডি। 'মা বলে তাস খেলা ভালো না এবং এটা একটা বাজে খেলা।'

'আমরা তো আর সত্যি সত্যি জুয়ো খেলছি না,' বলল স্যালি। 'পাথর দিয়ে টাকা বানিয়ে খেলব। এতে নিশ্চয় তোমার মা রাগ করবেন না?'

মুচকি হাসল সিণ্ডি। 'তা হয়তো করবেন না।'

তাস খেলার নিয়ম বাতলে দিল ওয়াচ। তারপর শুরু হলো খেলা। খেলতে খেলতে ঘনিয়ে এল সাঁঝের আঁধার। ওরা বিরতি দিল খেলায়। হন্টেড কেভ বা ভূতুড়ে গুহা নিয়ে সিণ্ডির কৌতূহল অপরিসীম। সে বলল গুহাটা একটু দেখে

আসবে। ভেতরে ঢুকবে না, শুধু বাইরে থেকে দেখবে, এ শর্তে বন্ধুরা সিণ্ডিকে যেতে দিতে রাজি হলো। উত্তেজিত সিণ্ডি ঢাল বেয়ে নামার সময় আলগা নুড়ি পাথরে পিছলে গেল। ডিগবাজি খেয়ে পড়তে লাগল সে।

'সিণ্ডি!' আর্তনাদ করে উঠল অ্যাডাম। স্যালি এবং ওয়াচও অ্যাডামের সঙ্গে ছুটল সিণ্ডিকে সাহায্য করতে। তেমন ডিগবাজি খায়নি সিণ্ডি, পাঁচ মিটারের মত জায়গায় ডিগবাজি খেতে হয়েছে ওকে। তবে শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় ছাল-টাল উঠে বিশ্রী অবস্থা। শর্টস পরা সিণ্ডির পা-ও ছুলে গেছে। রক্ত বেরুচ্ছে। তবে হাড়-টাড় ভাঙেনি। ওরা এসে দেখল ডান পায়ের গোড়ালি চেপে

ধরে রেখেছে সিণ্ডি। অ্যাডাম ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসল।

'পা মুচড়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

মুখ বিকৃত করল সিণ্ডি। 'হুঁ। ব্যথা লাগছে।'

'পা ভাঙেনি তো তোমার?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল স্যালি।'

'চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়েনি তো পায়ের হাড্ডি?'

'পা ভাঙলেও করার কিচ্ছু নেই।' উদাস গলায় বলল ওয়াচ।

'এখানে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাবে না। কারণ স্পুকসভিলের অ্যাম্বুলেন্স-ড্রাইভাররা বহুদিন ধরে লাপাত্তা।'

'তোমরা দয়া করে চুপ করবে?' বলল অ্যাডাম। 'দেখতে পাচ্ছ না ওর লেগেছে?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল সিন্ডি। 'খুব বেশি ব্যথা পাইনি। বরফ-টরফ লাগাতে পারলে ভালো হতো।'

'আমাদের এরপর থেকে ব্যাগ ভর্তি বরফ নিয়ে বেরুতে হবে।' মশকরা করল স্যালি, 'বলা তো যায় না কে কখন কোন্ অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে ফেলে।'

অ্যাডাম সিণ্ডিকে সিধে হতে সাহায্য করল। ডান পা মাটিতে রাখতেই ব্যথায় কাতরে উঠল সিন্ডি। 'উহ্,' হাঁপাচ্ছে ও, 'সত্যি লাগছে।'

অ্যাডাম রিজারভয়েরের দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করল। 'পানিতে পা ভেজাও। ফোলাটায় আরাম পাবে।'

'আমার পা সালফিউরিক এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিলেও ওই পানিতে পা ভেজাব না,' বলল স্যালি।

ওয়াচ রিজারভয়েরের তীরে গেল, আঁজলা ভরে পানি তুলে পান করল। তারপর সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

'একটু টুথপেস্টের মত লাগছে বটে তবে স্বাদ খারাপ না,' বলল সে।

'এক মিনিট অপেক্ষা করে দেখি ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় কিনা,' স্যালি ফিসফিস করে বলল অ্যাডাম এবং সিণ্ডিকে।

ওয়াচ ফিরে এল ওদের কাছে। 'ওই পানিতে পা ভেজালে তোমার চামড়া

গলে যাবে না, সিণ্ডি। তবে জুতো পরেই পা ভিজিয়ো। জুতো পরা থাকলে ফোলাটা আর বাড়বে না।'

'আচ্ছা,' বিড়বিড় করল সিণ্ডি। ওয়াচ এবং অ্যাডাম ওকে ধরে ধরে নিয়ে গেল পানির ধারে। বসল সিণ্ডি। সাবধানে মচকানো গোড়ালি পানিতে চোবাল। পানি বেশ ঠাণ্ডা।

'কেউ কেউ বলে এ রিজারভয়েরের নাকি তল নেই,' বলল স্যালি। 'অতল। এখানে ফেলে দেয়া লাশ কেউ কখনও ভেসে উঠতে দেখে নি।'

'আমি বাড়ি ফিরেই বাবা-মাকে পানির ফিল্টার কিনতে বলব,' বলল অ্যাডাম। ও সিণ্ডির হাত ধরে নরম গলায় জানতে চাইল, 'ব্যথা কি একটু কমেছে?'

'ওহ্, ওয়াচ,' বুকে হাত রেখে বলল স্যালি। 'অ্যাডামের কাণ্ড দ্যাখো। এমন ভাব ধরেছে যেন ও ডাক্তার।'

'আগের চেয়ে একটু ভাল্লাগছে,' স্যালির কথা পাত্তা দিল না সিণ্ডি। 'ধন্যবাদ। বোধহয় বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব।'

'এক ঠ্যাঙে বাইক চালাতে হবে তোমাকে,' বলল স্যালি। 'জস সবসময় এ কাজ করে।'

'ও ছেলেটার একটা পা হাঙরে খেয়ে ফেলেছে বলে এক ঠ্যাঙে সাইকেল চালায়,' বলল ওয়াচ।

'তুমি ভাগ্যবতী যে রিজারভয়েরে হাঙর-টাঙর নেই,' বলল স্যালি।

'তুমি সুস্থ বোধ না করা পর্যন্ত আমরা কোথাও যাচ্ছি না,' সিণ্ডিকে বলল অ্যাডাম।

ওয়াচ পশ্চিমাকাশে তাকাল। 'অস্ত যাচ্ছে সূর্য। আরেকটু পরেই নামবে আঁধার।'

'এ ভয়টাই এতক্ষণ পাচ্ছিলাম আমি,' বলল স্যালি। পানির কাছ থেকে কয়েক কদম পিছিয়ে এল সে, বসল মাটিতে। 'আজ পূর্ণিমা নেই। কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে যাবে পৃথিবী।'

তিন

পাহাড়ের কোলে সূর্য ডুবে যাবার পরে কালো আকাশের সামিয়ানায় একটা দুটো করে ফুটতে লাগল তারা। রাত যত গভীর হলো, নক্ষত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল নাটকীয় হারে। আকাশে এত তারা কখনও দেখেনি অ্যাডাম। ছায়াপথের অপূর্ব দৃশ্য প্রাণভরে উপভোগ করছে সে। কোটি কোটি তারা ছড়িয়ে রয়েছে গোটা আকাশ জুড়ে। জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে ভালোই পড়াশোনা আছে ওয়াচের। সে বন্ধুদেরকে নক্ষত্র চেনাতে লাগল। দেখাল নর্দান ক্রস। ওটার কেন্দ্রস্থলের নীল সাদা নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্য দিল।

'ওটা দেনেব,' বলল সে। 'নক্ষত্রটি আমাদের সূর্যের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল। আকাশে যত তারা আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হলো ওটা। একটা লাল তারা ওটাকে ঘিরে আছে। তবে খালি চোখে দেখতে পাবে না।'

'ওটা কী?' মাথার ওপর হাত তুলে দেখাল স্যালি। 'ওটাকে তো অন্যান্য সবগুলো তারার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।'

'ওর নাম ভেগা,' বলল ওয়াচ। 'ওটা ছাব্বিশ আলোকবর্ষ দূরে। সূর্যের চেয়ে বহুগুণে উজ্জ্বল। তবে ওটা দেনেবের মত নয়। দেনেব ভেগা থেকে কয়েক হাজার মাইল গুণ বেশি দূরে।'

'তুমি এত কিছু জানলে কী করে?' মুগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল সিণ্ডি।

আঁধারে কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াচ। আলকাতরা কালো অন্ধকারে ওরা কেউ

কারও চেহারা দেখতে পাচ্ছে না। শুধু অস্পষ্ট, কালো একটা অবয়ব ছাড়া।

'আমার বাড়িতে টেলিস্কোপ আছে,' বলল ওয়াচ। 'লাইব্রেরিতে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে অনেক বইও পড়েছি।'

'ওয়াচ নিজেই ওর টেলিস্কোপ বানিয়েছে,' গর্বের সুরে বলল স্যালি।

তারা দেখছে ওরা মুগ্ধ চোখে, তন্ময় হয়ে শুনছে নক্ষত্রপুঞ্জের গল্প। সময় যে হুহু করে কেটে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়ালই নেই কারও। সিণ্ডি ঘণ্টাখানেক ভেজা কাপড় দিয়ে পায়ে অল্প অল্প ম্যাসেজ করেছে। অ্যাডাম ওকে সিধে হতে বলল। দাঁড়ালে বোঝা যাবে পায়ে এখনও কতটুকু ব্যথা আছে। বন্ধুদের সাহায্যে সিধে হলো সিণ্ডি। মচকে যাওয়া পা সাবধানে রাখল মাটিতে। কেমন বোধ করছে বলতে যাবে, একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখে থেমে গেল।

আকাশে অদ্ভুত একটি আলো দেখা যাচ্ছে।

'কী ওটা?' আঁতকে উঠল স্যালি।

ঠিক ওদের মাথার ওপর ঝকঝকে সাদা একটা আলো, যে কোনও নক্ষত্রের চেয়ে উজ্জ্বল। দূর থেকে সুচাল দেখাল। কাছিয়ে এল ওটা, সেই সঙ্গে বেড়ে চলল আলোর দ্যুতি, যেন ওদের দিকেই ছুটে আসছে। হঠাৎ থেমে গেল ওটা, ঝুলতে লাগল শূন্যে।

'ওটা কী প্লেন?' ফিসফিস করল সিণ্ডি।

'হেলিকপ্টার শুধু শূন্যে থেমে যেতে পারে,' বলল ওয়াচ।

'প্লেন নয়। তবে ওটা হেলিকপ্টার না। তাহলে রোটর ব্লেডের আওয়াজ শুনতে পেতাম।'

'বেলুন নাকি?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'বেলুনের মত ওটা নড়াচড়া করছে না,' জবাব দিল ওয়াচ। 'খাড়াভাবে নেমে আসছিল। হঠাৎ থেমে গেল।'

'ওটা নিশ্চয় ফ্লাইং সসার নয়, কী?' বলল স্যালি।

এক মুহূর্ত নীরব রইল সকলে।

'আমার ধারণা ওটা তা-ই,' অবশেষে বলল ওয়াচ।

'এখান থেকে কেটে পড়ি, চলো,' বলল স্যালি।

'আমি যাব না,' বলল অ্যাডাম। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

'ইউ এফ ও দেখার অনেক শখ ছিল আমার। ওটা কি ল্যান্ড করবে, ওয়াচ?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াচ। 'এটা স্পুকসভিল। এরচেয়ে প্রিয় জায়গা ভিনগ্রহবাসীর কাছে আর কী হতে পারে?'

শূন্যে ভেসে থাকা অদ্ভুত আকাশযান বোধহয় ওয়াচের কথা শুনতে পেয়েছে। ওটা আবার নামতে লাগল। যেন কালো অতল খাদ থেকে জ্বলজ্বলে একটি উল্কা খসে পড়েছে। আকাশযান একটা নয়, দুটো। যান দুটো প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে উড়ছিল বলে প্রথমে বোঝা যায়নি। অ্যাডামের উত্তেজনা দূর হয়ে গিয়ে সেখানে ভর করল ভয়। ওগুলো সত্যি ফ্লাইং সসার। এবং ওরা দ্রুত অবতরণ করতে চলেছে।

আর রিজারভয়েরে অবতরণের মতলব করেছে বোধহয়।

'চলো, পাথরের আড়ালে লুকিয়ে দেখি ওদের মতলবটা কী,' পরামর্শ দিল অ্যাডাম।

ওয়াচ সায় দিল ওকে। 'গুড আইডিয়া। হাঁটতে পারবে, সিণ্ডি?'

'তোমরা সাহায্য করলে পারব,' ভীত কণ্ঠে জবাব দিল সিণ্ডি।

ফ্লাইং সসার দুটো আর আধ কিলোমিটার দূরেও নেই। ওগুলোর গা ফুটে বেরিয়ে আসা সাদা আলো রিজারভয়েরের পানিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। রিজারভয়েরকে প্রকাণ্ড রূপোর আয়নার মত লাগছে। অ্যাডামরা লুকিয়ে পড়ার জায়গা খুঁজছে। দেখল আকাশযান দুটো দিক পরিবর্তন করেছে। উড়ে যাচ্ছে ওদের বাইক লক্ষ্য করে। সম্ভবত ওখানে অবতরণ করার ইচ্ছা।

'ওকে ঝুলিয়ে নাও।' চেঁচাল অ্যাডাম। বড়বড় বোল্ডারের দিকে ছুটেছে ওরা। ওদিকেই লুকিয়ে পড়ার ইচ্ছা।

'ঠিক বলেছ!' বলল ওয়াচ।

সিণ্ডির অনুমতির ধার ধারল না ওরা। প্রায় চ্যাংদোলা করে সিণ্ডিকে নিয়ে ছুটল। আলোয় উজ্জ্বল এলাকা। ফ্লাইং সসার ওদের বাইক থেকে পাঁচ মিটার ওপরে। আশ্চর্য, আকাশযান দুটো থেকে কোনও শব্দই বেরুচ্ছে না, এমনকি মৃদু গুঞ্জন পর্যন্ত নয়।

'আশা করি ওরা আমাদেরকে দেখতে পায়নি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যাডাম। বড় একটা বোল্ডারের পেছনে চলে এসেছে। সিণ্ডিকে বসিয়ে দিল পাহাড়ের আড়ালে। অ্যাডাম, স্যালি এবং ওয়াচ বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দিল দেখতে শিপ দুটো কী করছে।

দুটো আকাশযানই রিজারভয়েরের পাশে ল্যান্ড করেছে, বলা যায় ওদের বাইকের ওপরেই। একটির গা থেকে তীব্র আলো ঝলকাচ্ছে। অপরটির ইঞ্জিন সম্ভবত বন্ধ। ওটা ম্লান সাদা আলো ছড়াচ্ছে। দুটো জাহাজেরই আকার পিরিচের মত, গোলাকার, দশ মিটারের মত হবে ব্যাসার্ধে। দেখলেই বোঝা যায় এ জিনিস পৃথিবীর নয়, অন্য কোনও গ্রহের।

'কী ঘটছে?' ফিসফিস করল সিণ্ডি। সে বন্ধুদের পেছনে বসে আছে বলে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

'ওরা অ্যান্টিম্যাটার বোমা নামাচ্ছে আমাদের গ্রহ উড়িয়ে দেয়ার জন্য,' বলল স্যালি।

'চুপ,' সতর্ক করে দিল অ্যাডাম। 'ওরা ওখানে বসে আছে। কিছু...দাঁড়াও! দাঁড়াও! একটা দরজা খুলে গেল এইমাত্র।'

শিপের গায়ে কোনও দরজার অস্তিত্বও ছিল না কয়েক সেকেন্ড আগেও। হঠাৎই যেন উদয় হলো। শিপের দেয়াল আকস্মিক ত্রিভুজ আকার ধারণ করল। ভেতরে হলদে আলো জ্বলছে। দরজাটা তেমন বড় নয়। পিঠ কুঁজো করে ভেতরে ঢুকতে হবে অ্যাডামকে যদি ও শিপের ভেতরে যেতে চায়।

'কোনও এলিয়েন দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ কী?' বলল ওয়াচ। 'আমি তো আধা অন্ধ।'

'আশা করি ওরা দেখতে বিশ্রী হবে না,' ফিসফিস করল স্যালি। এমনকি ইটির চেহারা দেখেও আমি ভয় পেয়েছি।'

'ওভাবে বলছ কেন,' বলল ওয়াচ। 'ওরা কয়েক লাখ মাইল পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে। সম্পূর্ণ আলাদা জেনেটিক কাঠামো থেকে ওদের বিবর্তন। আমাদের চেহারাও তো ওদের কাছে ভীতিকর মনে হতে পারে।'

'আমার মা তো আমাকে বেশিরভাগ সময়ই ভীতিকর বলে মনে করে।' বলল স্যালি।

'শ্‌শ্‌,' সাবধান করল অ্যাডাম। 'দরজা খুলে একজন নেমে আসছে।'

চার

একজন নয়, ফ্লাইং সসার থেকে নেমে এল আসলে দু'জন। একদম এলিয়েন বা ভিনগ্রহবাসীর মত চেহারা। গা ভরা বাদামী আঁশ, ক্ষুদ্র শরীরের তুলনায় মাথাটা প্রকাণ্ড। মুখ ইংরেজি 'V' অক্ষরের মত। মুখ এবং নাক ছোট হলেও চোখগুলো বড় বড়। কালো, কাঠবাদামের মত। হাত এবং পা হাড্ডিসার। তবে হাতগুলো বেশ লম্বা। হাতে চারটা করে আঙুল। বুড়ো আঙুল নেই। পরনে পাতলা জাম্পস্যুট, কোমরের কালো বেল্টে নানান যন্ত্রপাতি ঝুলছে। হাতে অস্ত্র। জাহাজ থেকে নেমে ইতিউতি তাকাতে লাগল দু'জনে। অত্যন্ত সতর্ক।

'কী দেখছ?' পেছন থেকে জানতে চাইল সিণ্ডি।

'মনে মনে যা আশংকা করেছিলাম ঠিক তেমন বিশ্রী চেহারা ওদের,' ফিসফিস করে বলল স্যালি।

'তবে দেখে বন্ধুবৎসলই মনে হচ্ছে,' বলল ওয়াচ।

'ওয়াচ!' হিসিয়ে উঠল স্যালি। 'কীসের বন্ধুবৎসল? দেখছ না ওদের হাতে অস্ত্র আছে।'

'হয়তো নিজেদেরকে রক্ষার জন্য অস্ত্র বহন করছে,' বলল ওয়াচ।

'ঠিকই বলেছ,' বলল স্যালি। 'আমার ধারণা ওরা আগে গুলি করে তারপর প্রশ্ন করে।'

মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'ওরা নিশ্চয় আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত সংস্কৃতির মানুষ। ওরা সন্ত্রাসী নয় বলেই আমার বিশ্বাস। আমি ওদের সঙ্গে কথা

বলতে চাই।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত নই,' মৃদু গলায় বলল অ্যাডাম। 'আমাদের চেয়ে ওদের টেকনোলজি উন্নত হতে পারে। তার মানে এ নয় যে ওরা বন্ধুবৎসল হবে। হয়তো এখানে এসেছে নানান নমুনা সংগ্রহ করার জন্য। আপাতত ওদের ধারেকাছে না ঘেঁষাই ভালো। দেখি না কী করে। দ্যাখো, অন্য শিপটার বাতি নিভে গেছে। দেয়ালের গায়ে দরজা গজাচ্ছে।'

দ্বিতীয় উড়ুক্কু যানের দরজাও খুলে গেল। বেরিয়ে এল আরও দুটো এলিয়েন। যোগ দিল সঙ্গীদের সঙ্গে। অ্যাডামদের বাইসাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। বোধহয় নিজেদের সঙ্গে কথা বলছে। তবে মুখ নড়ছে না। কোনও শব্দও করছে না।

'যোগাযোগটা বোধহয় টেলিপ্যাথের সাহায্যে হচ্ছে,' বলল ওয়াচ। 'মনের সাহায্যে বিনিময় করছে চিন্তা।'

'ওরা কি এখান থেকেও আমাদের মনের খবর পড়তে পারবে?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল স্যালি

'কী জানি!' বলল ওয়াচ। 'তবে ওদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে চাই।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'জেনেশুনে ঝুঁকির মধ্যে যাওয়ার দরকার কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াচ। 'ওদের স্পেসশিপে চড়ে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে আমার।' সে সিধে হলো। 'তোমরা থাকো। আমি গেলাম।'

খপ করে ওর হাত চেপে ধরল স্যালি। 'এক মিনিট। ওরা আমাদের বাইক চারটা দেখেছে। ওরা নিজেরাই আমাদের খোঁজে আসবে সে তোমার চেহারা ওদের পছন্দ হোক বা না হোক। খামোকা কেন ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সবাইকে বিপদে ফেলতে চাইছ।'

সিরিয়াস গলায় ওয়াচ বলল, 'আমরা স্পুকসভিলে আছি কেন? আমাদের পরিবার এখানে বাস করছে শুধু এ কারণে নয়। কারণ এ শহরে

অ্যাডভেঞ্চারের ছড়াছড়ি। আমি জানি আমি যা করছি তা বিপজ্জনক। আর সব অ্যাডভেঞ্চারেই বিপদের হাতছানি থাকে।'

সিণ্ডি ওয়াচের কথা শুনে রীতিমত মুগ্ধ। 'দারুণ বলেছ, ভাই।'

'ওরা যদি তোমাকে বন্দী করে,' বলল অ্যাডাম, 'জানি না তোমাকে আমরা উদ্ধার করতে পারব কিনা।' বন্ধুর হাত ধরে ফেলল সে। 'ওরা তোমাকে ধরে জাহাজে নিয়ে গেলে তোমাকে হয়তো চিরতরে হারাব আমরা।'

ফ্লাইং সসারের গা থেকে এখনও মৃদু আলো চমকাচ্ছে। সেই আলোয় ওয়াচের চেহারা দেখতে পাচ্ছে ওরা। এক মুহূর্তের জন্য অদ্ভুত একটা আবেগ ফুটে উঠল ওয়াচের মুখে। ওয়াচকে খুব কমই আবেগী হতে দেখেছে ওরা।

'তোমরা আমাকে মিস করবে?' অবাক গলায় প্রশ্ন করল ওয়াচ।'

'তোমাকে আমরা সাজ্ঘাতিক মিস করব, গর্দভ,' বলল স্যালি।

'সাবধান,' বলল সিণ্ডি। 'বেহুদা কোনও ঝুঁকি নিতে যেয়ো না।'

স্যালি ওয়াচকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমাকে বাধা দিয়ে লাভ হবে না জানি। যেতে চাইছ যাও। তবে ওরা যেন তোমাকে নিয়ে কোনও জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ না পায় সেদিকে লক্ষ রেখো।'

অ্যাডাম ওয়াচের হাত নেড়ে দিল। 'বিপদ হতে পারে ভাবলেই একটা হাঁক দিয়ো।'

'তবে আমাদের কারও নাম ধরে ডাক দিয়ো না,' যোগ করল স্যালি।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীর পায়ে রিজারভয়েরে এগোল ওয়াচ। ওকে দেখতে পেল এলিয়েনরা। উঁচিয়ে ধরল হাতের অস্ত্র। পাথরের পেছনে বসে দম বন্ধ করে দৃশ্যটা দেখছে অ্যাডাম এবং স্যালি। এলিয়েনের মতলব বুঝতে পারছে না। জানে না টেলিপ্যাথির সাহায্যে ভিনগ্রহবাসী ওয়াচের সঙ্গে যোগাযোগ করছে কিনা। ওয়াচকে আগাপাশতলা দেখে নিল ওরা। তারপর একজন ওয়াচের হাত ধরে ফেলল খপ করে। চলল প্রথম সসারের দিকে।

পঞ্চাশ মিটার দূর থেকে ওয়াচের চেহারা দেখতে পাবার প্রশ্নই নেই। তবে অ্যাডাম লক্ষ করল ওয়াচ কোনওরকম বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে না। যদিও এলিয়েনটা ওকে একরকম হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের শিপে। সিণ্ডি হামাগুড়ি দিয়ে চলে এসেছে বোল্ডারের পাশে। উঁকি মেরে দেখছে সব। সে, অ্যাডাম এবং স্যালি উদ্বেগ নিয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

'আমরা এখন কী করব?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'ওর জাহাজ দেখার খায়েশ হয়েছিল,' বলল স্যালি, 'এখন জাহাজ দেখতে যাচ্ছে।'

'ওয়াচ ভেবেছিল এলিয়েনরা ওকে স্বাগত জানাবে,' বলল অ্যাডাম। 'এভাবে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে আশা করেনি নিশ্চয়।' ডানে-বামে মাথা নাড়ল সে। 'নাহ্, আমরা এখানে এভাবে শুধু শুধু বসে থাকতে পারি না।'

'ওদের রে-গান-এর বিরুদ্ধে আমরা কীইবা করতে পারব,' বলল স্যালি। 'আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে একটা খবর দেয়া দরকার।'

'ফাজলামো রাখো,' বলল অ্যাডাম। 'ওয়াচকে আমাদের নিজেদেরকেই রক্ষা করতে হবে।' সোজা হলো ও। 'আমি এলিয়েনদের সঙ্গে কথা বলব।'

স্যালি ওর হাত টেনে ধরে বসিয়ে দিল আবার। 'তুমি কি ভাবছ

ওয়াচের চেয়ে বাহাদুরী দেখাতে পারবে? দেখছ না ওখানে কী ঘটছে? ওই এলিয়েনগুলো এসেছে এখান থেকে জেনেটিক উপাদান সংগ্রহ করে তাদের DNA তে ইমপ্ল্যান্ট করবে যাতে তাদের প্রাচীন এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিকে সমৃদ্ধ বংশে পরিণত করা যায়।'

'স্রেফ ওদেরকে দেখেই এত কিছু অনুমান করে ফেললে?' সন্দেহ নিয়ে প্রশ্ন করল সিন্ডি।

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল অ্যাডাম। 'তোমরা যদি না চাও তো আমি যাব না। তবে তোমরা কোনও উপায় বাতলে দিতে পারবে?'

একটু ভেবে নিয়ে স্যালি বলল, 'এ মুহূর্তে কোনও বুদ্ধি মাথায় আসছে না। তবে তাড়াহুড়ো কিছু না করাই ভালো। অপেক্ষা করে দেখি কী ঘটে।'

ওয়াচকে নিয়ে এক এলিয়েন তাদের জাহাজে ঢুকে গেছে। আর বেরিয়ে আসেনি। দুটো এলিয়েন রিজারভয়ের ছেড়ে পাহাড়ের দিকে এগোল। ওদিকটাতে লুকিয়ে আছে অ্যাডাম ও তার বান্ধবীরা।

'আমাদেরকে ওরা হয়তো ঘিরে ফেলার মতলব করেছে,' বলল স্যালি।

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'সব দিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে আমাদের। ওরা সংখ্যায় এখনও কম। কাজেই মারামারি করার এটাই উপযুক্ত সময়।'

'তোমাকে আমি কিছুতেই একা যেতে দেব না,' বলল স্যালি।

'তোমাকে আমি সঙ্গে নিতে পারব না,' বলল অ্যাডাম। 'সিন্ডি হাঁটতে পারছে না। ওর সঙ্গে কারও থাকা দরকার।'

'একা যেয়ো না,' বলল সিন্ডি। 'স্যালিকে সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া উচিত, অ্যাডাম,' বলল স্যালি। 'তবে কোনও প্ল্যান-প্রোগ্রাম না করে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কী করতে চাও সেটাই বলো না,' অধৈর্য গলায় বলল অ্যাডাম।

'আরে, মাথায় বুদ্ধি এলে তো বলব,' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি।

'শুধু বুঝতে পারছি ভৌতিক চেহারার এলিয়েনগুলোকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না।'

'কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে,' চিন্তিত গলা অ্যাডামের।

'বাদ দাও। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। সরাসরি বলব অ্যাডামকে ছেড়ে দিতে। তোমার ইচ্ছে হলে আসতে পার, স্যালি। তবে না গেলেই ভালো করবে।'

'তুমি সবসময় হিরো হতে চাও, না?' সিধে হলো স্যালি। 'আমাকে হিরো বানাতে ইচ্ছে করে না? সত্যি, অ্যাডাম, তোমরা পুরুষ জাতটাই এরকম। ভাবো মেয়েরা কোনও কম্মের নয়। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে যে কোনও অংশে কম নয় তা বিশ্বাস করতে চাও না।' ফ্লাইং সসারের দিকে তাকাল ও। একজন মাত্র এলিয়েনকে দেখা যাচ্ছে, প্রথম শিপের দরজার

ধারে। ওই দরজা দিয়ে ওয়াচকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে ওরা। 'ওরা ছেলে এলিয়েন নাকি মেয়ে এলিয়েন ভাবছি আমি।'

'কিন্তু এ বিষয়টি নিয়ে মোটেই ভাবছি না আমি।' বলল অ্যাডাম।

স্যালি সিন্ডির দিকে ঝুঁকল, চাপড়ে দিল পিঠ। 'আমরা যদি আর কখনও ফিরে না আসি এবং তুমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারো, বড় হয়ে আমাকে নিয়ে একটা বই লিখো। পৃথিবীর মানুষের জানা উচিত আজ রাতে তারা কী হারিয়েছে।'

মশকরা করার মুডে নেই সিন্ডি, 'তোমরা ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো।'

অ্যাডাম এবং স্যালি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল বোল্ডারের পেছন থেকে। মন্থর কদমে এগোল ফ্লাইং সসারের দিকে। দরজার সামনে দাঁড়ানো এলিয়েন প্রহরী দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। হাতের উদ্যত অস্ত্র ওদের মাথায় তাক করা। অ্যাডাম এবং স্যালি মাথার ওপর হাত তুলল। কাছাকাছি আসতে এলিয়েনটাকে আরও কিম্ভূত লাগল। ওটার আঙুলে নখের বালাই নেই, শরীরে কোনও লোমও নেই। বড়বড় গোল গোল চোখ সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিশূন্য। ভীষণ শীতল চাউনি। বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল অ্যাডামের। এদের সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে কি?

'হ্যালো,' বলল অ্যাডাম। 'আমরা শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছি। মানে তোমাদের কোনও ক্ষতি করার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমার নাম অ্যাডাম। এ আমার বান্ধবী স্যালি। তোমাদের ফ্লাইং সসারে আমাদের আরেক বন্ধু আছে। ওয়াচ নাম। ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। ব্যস, আমাদের আর কিছু চাইবার নেই।'

'বড় বড় জায়গায় আমাদের বন্ধুরা আছে,' যোগ করল স্যালি। 'আমাদের যদি তোমরা মেরে ফেল ওরা ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবে।'

'শ্‌শ্‌শ,' বলল অ্যাডাম। 'ও আমাদের কথা বোধহয় বুঝতে পারছে না।'

এলিয়েনটা ঝাড়া এক মিনিট ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তারপর অস্ত্র নাড়িয়ে ইংগিত দিল– ওদেরকে ফ্লাইং সসারে যেতে বলছে। মাথা নাড়ল অ্যাডাম।

'না,' বলল অ্যাডাম। 'আমরা আমাদের বন্ধুকে ফেরত চাই। তোমাদের জাহাজে আমরা উঠব না। ওকে ফিরিয়ে দাও। আমরা চলে যাই।'

'হ্যাঁ,' বলল স্যালি। 'আর মনে রেখো তোমরা এ গ্রহে স্রেফ ভিজিটর হিসেবে এসেছ। কাজেই ভদ্র ব্যবহার করলে খুশি হবো।'

স্যালির গলার স্বর বোধহয় পছন্দ হলো না এলিয়েনের। সে এক কদম বাড়ল, খপ করে চেপে ধরল স্যালির হাত। ঝাড়া দিয়ে হাত ছুটিয়ে নিল স্যালি। তবে পরক্ষণে আবার ওকে চেপে ধরল এলিয়েন। চোখ বরাবর তাক করল অস্ত্র। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল স্যালি। বান্ধবীর বিপদে আর ধৈর্য রাখতে পারল না অ্যাডাম। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল এলিয়েনের গায়ে।

ঝট করে ঘুরল এলিয়েন। টিপে দিল ট্রিগার।

অ্যাডাম দেখল অস্ত্রের মুখ থেকে সবুজ আলোর একটা ঝলক বেরিয়ে এল।

শুনতে পেল স্যালির চিৎকার।

তারপর সবকিছু আঁধার হয়ে এল।

পাঁচ

বিস্ফারিত চোখে সিন্ডি দেখল এলিয়েনের অস্ত্রের আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে অ্যাডাম। নিজেকে ওর খুবই অসহায় মনে হচ্ছে। কারণ আহত হওয়ার কারণে বন্ধুদেরকে সাহায্য করতে পারছে না সিন্ডি। এলিয়েন অ্যাডামকে অজ্ঞান করে অস্ত্র তাক করল স্যালির দিকে। তবে স্যালি পালাবার চেষ্টা করল না। উল্টো এলিয়েনের ওপর হামলার চেষ্টা করল। তবে কিম্ভূত প্রাণীটার গতি স্যালির চেয়ে দ্রুত। তার হাতের কালো যন্ত্রটি আবার উদ্‌গীরণ করল সবুজ আলো এবং স্যালি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল অ্যাডামের পাশে।

সিন্ডি বুঝতে পারছে না ওরা মরে গেছে নাকি বেঁচে আছে।

তবে বন্ধুদের জন্য বেশিক্ষণ শোক করার সময় পেল না ও। পেছনে কিসের যেন শব্দ শুনল ও। সেই এলিয়েন দুটো। পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। হয় ওরা শিপে ফিরে যাচ্ছে অথবা সিন্ডিকে বন্দি করার মতলব করেছে। গোড়ালিতে যতই ব্যথা থাক, বিনা যুদ্ধে ধরা দেবে না সিন্ডি।

এক পায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে খাড়া হলো ও। এলিয়েন দুটো সরাসরি ওর দিকে আসছে না। পাহাড়ের পাশের সরু একটা উপত্যকা ধরে এগোচ্ছে। ওটা আসলে একটা খাদ। সিন্ডির ঠিক ডান পাশে, ত্রিশ মিটার দূরে খাদটি। সিন্ডি ঠিক করল সে খাদের মুখে যাবে তারপর এলিয়েনগুলোকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়বে। আর যদি কোনওভাবে ওদের

একটা অস্ত্র বাগিয়ে নেয়া যায়, মারামারি করতে খুবই সুবিধে হবে সিন্ডির।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোবার চেষ্টা করল ও। আধা লাফিয়ে, আধা নিজেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছে সিন্ডি। চলে এল খাদের মুখে। এলিয়েন দুটো এখন ঠিক ওর নিচে চলে এসেছে। তরমুজ আকারের একখণ্ড পাথর তুলে নিল সিন্ডি মাথার ওপরে। ফ্লাইং সসারের আবছা আলোয় লক্ষ্য স্থির করা মুশকিল। তবু আন্দাজের ওপর ভর করে পাথরটা ছুঁড়ে দিল ও।

ঝলসে উঠল সবুজ আলো।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল সিন্ডির। ও কি গুলি খেয়েছে?

না, বরং উল্টোটা ঘটেছে।

নিচে, জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে দুই ভিনগ্রহবাসী।

'কিন্তু ওদেরকে গুলি করল কে?' জোরে জোরে বলল সিন্ডি, চারপাশে চোখ বুলাল ও। মানুষ কিংবা এলিয়েন কেউই চোখে পড়ল না। ভাবল সবুজ আলোটা কি তাহলে ওর কল্পনা ছিল? নাকি ছুঁড়ে দেয়া পাথর আঘাত হেনেছে টার্গেটে? তাই বলে একসঙ্গে দু'জন কুপোকাৎ! হয়তো ওদের কারও আঙুলের চাপ পড়ে গিয়েছিল ট্রিগারে, তখন বিচ্ছুরিত হয়েছে সবুজ আলো। অবশ্য এতে কিছু আসে যায় না। ওরা যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সেটাই মুখ্য ব্যাপার। এখন অস্ত্র দুটো সিন্ডির কাছে থাকবে। সে সহজেই এলিয়েনদের মোকাবেলা করতে পারবে।

সিন্ডি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে নেমে এল নিচে, যেখানে নিশ্চল পড়ে রয়েছে দুই এলিয়েন। অজ্ঞান হয়ে আছে। মরেনি। শ্বাস করছে। সিন্ডি দ্রুত ওদের কোমরের কালো বেল্ট খুলে নিল। একটা অস্ত্র গুঁজল নিজের কোমরের বেল্টে, অপরটি হাতে রেডি থাকল। সিন্ডি জানে না এ অস্ত্র দিয়ে কী কাজ হয়। এটা ছুঁড়লে মানুষ মরে যায় নাকি অচেতন হয়ে পড়ে জানা নেই ওর। তবে যে দানবটা অ্যাডাম এবং স্যালিকে গুলি করেছে তাকে দেখামাত্র হামলা করবে সিন্ডি।

এক পায়ে লাফাতে লাফাতে পাথরের পেছনে আড়াল নিল সিন্ডি। তবে

এখন বিশ্রাম নেয়ার সময় নেই। এলিয়েন এবং তার পার্টনার অ্যাডামকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সসারে। ওদের গায়ে তেমন শক্তি নেই। দু'জন হলেও অ্যাডামের প্রাণহীন দেহ টেনে নিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। স্যালিকেও ওরা এভাবে শিপে তুলে নেবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই সিন্ডির। ওরা অ্যাডামকে শিপের একদম কাছে নিয়ে গেছে।

আতংক বোধ করল সিন্ডি। জাহাজটা ওর কাছ থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে। ও হাঁটতেই পারছে না, ছুটে যাওয়া দূরে থাক। তাছাড়া এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়াও সম্ভব নয়। তাতে অ্যাডামের গায়ে লাগতে পারে। কিন্তু কিছু একটা ওকে করতে হবে এবং তা এখুনি।

লক্ষ্য স্থির করল সিন্ডি। তবে এলিয়েনদেরকে নয়, শিপের দিকে তাক করল বন্দুক। টেনে দিল ট্রিগার। সরু, সবুজ আলোর একটা ঝলক বেরিয়ে এল। লাগল শিপের গায়ে। লাফিয়ে উঠল এলিয়েন দুটো। হাত থেকে ফেলে দিল অ্যাডামকে। তাকাল সিন্ডির দিকে। ওকে লক্ষ্য করে অস্ত্র তুলল। টেনে দিল ট্রিগার।

সিন্ডির পাশের বড় পাথরখণ্ডটি বিস্ফোরিত হলো।

লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল সিন্ডি। হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল আরেকটি পাথরের আড়ালে। তারপর অস্ত্রের ছোট নবটি ঘুরিয়ে দিল বিপরীত দিকে। নব দিয়ে কী কাজ হয় জানে না সিন্ডি। তবে ধারণা করল এতে হয়তো অস্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আবার সসারের দিকে অস্ত্র তুলে ফায়ার করল সিন্ডি।

সবুজ আলো আঘাত হানল শিপের গায়ে। ঝরাল আগুনের ফুলঝুড়ি। তবে ওটার কোনও ক্ষতি হয়নি। আবার গুলি চালাল সিন্ডি। সাথে সাথে পাল্টা জবাব দিল এলিয়েনেরা। তবে ওদেরকে গুলি করল না সিন্ডি। কারণ গুলি করলে যদি অ্যাডামের গায়ে লাগে। এ ব্যাপারে সে অত্যন্ত সতর্ক। সিন্ডি বিরাট পাথর খণ্ড পেয়ে গেল আড়াল নেয়ার জন্য। ওরা সিন্ডিকে লক্ষ্য করে আরেক পশলা গুলি ছুঁড়ল। ধুলো উড়ল সিন্ডির সামনে। তবে ওরা

সিন্ডির কাছে আসতে চাইছে না। তারা জাহাজের ভেতরে যেতে উদগ্রীব। হয়তো ওরা পাল্টা হামলায় অভ্যস্ত নয়।

অ্যাডামকে খামচে ধরে টানতে টানতে সসারে নিয়ে গেল দুই এলিয়েন।

সিন্ডি আবার গুলি করার আগেই শিপের গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল দরজা।

'না!' চিৎকার দিল সিন্ডি। পাথরের পেছন থেকে বেরিয়ে এল লাফ মেরে। মচকানো গোড়ালি টান খেল। চোখে সর্ষেফুল দেখল সিন্ডি। সসারের গায়ে আবার জ্বলজ্বল করে আলো জ্বলতে শুরু করেছে। সিন্ডি বুঝতে পারছে ওটা এখুনি উড়াল দেবে। আবার অস্ত্র উঁচিয়ে লক্ষ্য স্থির করল সে। এবার পরপর কয়েকবার ফায়ার করল। গুলির আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠল ফ্লাইং সসার। ঝরতে লাগল আগুনের ফুলঝুড়ি, সেই সঙ্গে বেরুচ্ছে ধোঁয়া। ওটা

মাটি থেকে উঠে পড়ল শূন্যে, পাঁই করে ঘুরল। সিন্ডি দেখল দুটো সবুজ আলোক রেখা বেরিয়ে এসেছে দুটো শিপ থেকে। আলোক রেখা দুটো পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হলো, চোখ ধাঁধানো একটা আলোর রেখা ছুটে এল সিন্ডিকে লক্ষ্য করে। লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল ও। ওর পেছনের পাহাড়ের অর্ধেকটা যেন নেই হয়ে গেল বিকট বিস্ফোরণের সঙ্গে।

ভয়াবহ শব্দে কানে তালা লেগে গেল সিন্ডির। সে যদি মাটিতে শুয়ে না পড়ত, নির্ঘাৎ মারা যেত। চোখ বুজে চিৎ হয়ে পড়ে থাকল ও। ফ্লাইং সসার সাদা বিন্দু হয়ে আকাশের বুকে মিলিয়ে যাবার পরে যেন ফিরে পেল সংবিৎ। চাইল চোখ মেলে।

'ওরা অ্যাডামকে নিয়ে গেছে,' আপন মনে বলল সিন্ডি। 'ওরা ওয়াচকে নিয়ে গেছে।'

তবে ওরা স্যালিকে নিয়ে যেতে পারেনি। সিন্ডি দেখল স্যালি আগের মতই পড়ে আছে মাটিতে, বাকি সসারটার কাছে। নড়াচড়া করছে না। সিন্ডি এগিয়ে গেল ওর দিকে। টিপে দেখল নাড়ি। শ্বাস করছে স্যালি। সিন্ডি খোঁড়াতে খোঁড়াতে রিজারভয়েরে গেল। শার্ট খুলে ভেজাল পানিতে। তারপর

ফিরে এল স্যালির কাছে। শার্ট চিপে পানি ফেলল বন্ধুর মুখে। একটা ঝাঁকি খেয়ে চোখ মেলে চাইল স্যালি।

'আশা করি রিজারভয়েরের পানি নয়,' বলল ও।

'এটা রিজারভয়েরেরই পানি,' জানাল সিন্ডি।

উঠে বসল স্যালি। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছল মুখ। 'প্রার্থনা কোরো যাতে আমার মুখের রঙ ধূসর হয়ে না যায় এবং চুল পড়ে যেন টাকু হয়ে না যাই।'

'ওরা অ্যাডাম আর ওয়াচকে ধরে নিয়ে গেছে,' ফুঁপিয়ে উঠল সিন্ডি।

'উহ্, মাথাটা যে কী ব্যথা করছে!' আঙুল দিয়ে কপাল চেপে ধরল স্যালি। 'কী যেন বলছিলে?'

'এলিয়েন! ওরা অ্যাডাম আর ওয়াচকে ধরে নিয়ে গেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল স্যালি। তাকাল চারপাশে।

'কিন্তু আমাকে নিল না কেন?'

সিন্ডি একটা অস্ত্র উঁচিয়ে দেখাল। 'আমি দুটো এলিয়েনকে কুপোকাৎ করে ওদের বন্দুক কেড়ে নিই। ওই খাদের ধারে পড়ে আছে ওরা। অজ্ঞান।' বিরতি দিল সিন্ডি। বাকি ফ্লাইং সসারের দিকে হাত তুলে দেখাল। 'ওদেরকে ওদের জাহাজে নিয়ে গিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনব। তারপর মাথায় বন্দুক ঠেসে ধরে বলব অ্যাডাম এবং ওয়াচকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানে আমাদেরকেও নিয়ে যেতে হবে।'

স্যালি একটু ভেবে নিয়ে দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল।

'তোমার বুদ্ধি মন্দ না। একদম আমার মত।'

ছয়

টনটনে মাথাব্যথা নিয়ে জ্ঞান ফিরল অ্যাডামের। ভীষণ দপদপ করছে মাথা। যেন মস্তিষ্কে হাতুড়ি দিয়ে কেউ বাড়ি মারছে। চোখ মেলে চাইতে রীতিমত কসরৎ করতে হলো ওকে।

'কেমন লাগছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ। বসে আছে পাশে।

'মাথাব্যথা করছে?'

গুঙিয়ে উঠল অ্যাডাম। 'হ্যাঁ। তুমি বুঝলে কী করে?'

'জ্ঞান ফেরার পরে একই দশা হয়েছিল আমার। মনে হচ্ছিল বিস্ফোরিত হবে খুলি। আমাকেও একই বন্দুক দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলা হয়।'

ঠিক তখন অ্যাডামের মনে পড়ে গেল এলিয়েন এবং তার বিশ্রী অস্ত্রটার কথা। সিধে হয়ে বসতে ধস্তাধস্তি করতে হলো ওকে। তারপর চোখ বুলাল চারপাশে। মনে হলো যা দেখছে সব কল্পনা।

ভিনগ্রহবাসীর একটি স্পেসশিপে আছে ওরা। শিপটি মহাশূন্যের বুক চিরে উড়ে চলেছে। আকাশযানটি আকারে তেমন বড় নয়। লম্বায় বড়জোর পাঁচ মিটার হবে। দুটো এলিয়েন দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত দর্শন কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে। শিপটির চেহারা নিতান্তই সাদামাটা। শিপের দেয়ালের রঙ কালো এবং অফ-হোয়াইটের মিশেল দেয়া। সাইড ওয়ালে প্রতি নব্বুই ডিগ্রি কোণে একটি করে গোলাকার, ছোট পর্দা।

তবে মাথার ওপরের দৃশ্যটি ভারী চমৎকার। ছাদ নয় যেন প্রকাণ্ড একটি

পোর্টাল। রিজারভয়েরের পাশে বসে অ্যাডাম ভেবেছিল সে বহু তারা দেখেছে। কিন্তু এ মুহূর্তে যে পরিমাণ তারা সে স্বচ্ছ ছাদ ভেদ করে দেখতে পাচ্ছে, তার সংখ্যা অনুমান করাও শক্ত। ছায়াপথ যেন জাদুর আলোয় উদ্ভাসিত। তারাগুলো এত কাছে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। অ্যাডাম জানে না ওরা সৌরজগত পার হয়ে এসেছে কিনা। ওয়াচকে জিজ্ঞেস করতে সে মাথা নাড়ল।

'এ শিপ কিছুক্ষণ পরপর দিক বদলায়,' বলল ওয়াচ।

'খুব বেশিক্ষণ হয়নি ছাদ থেকে সূর্য দেখতে পেয়েছি। পৃথিবী থেকে সূর্যের যে আকারটা আমরা দেখি, তার চেয়ে আকারে অনেক ছোট মনে হয়েছে। তবে সূর্যের কক্ষপথ এখনও পার হয়ে যাইনি আমরা।'

'আমরা কোথায় চলেছি সে ব্যাপারে কোনও ধারণা করতে পার?'

'নাহ্, পারছি না। তবে মনে হচ্ছে এলিয়েনরা তাদের বাড়ি ফিরছে।'

'ওদের বাড়ি কি আমাদের সৌরজগতের মধ্যে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'না। আমাদের সৌরজগতের আর কোনও গ্রহ যেখানে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। অন্য কোনও নক্ষত্র হবে ওটা। হয়তো ওটা আমাদের গ্যালাক্সিরও বাইরে।'

'বাহ্, বেশ। আমরা ওখানে গিয়ে করবটা কী?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াচ। 'সেসব নিয়ে না ভাবার চেষ্টাই করছি।'

অ্যাডাম এলিয়েন দুটোর দিকে ইঙ্গিত করল। ওরা অ্যাডামদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। 'ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলেছে?'

'না। এমন ভাব করছে যেন আমার কোনও অস্তিত্বই নেই। তবে আমি বুঝতে পেরেছি ওরা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে। নীরবে।'

'ওরা আমরা কী ভাবছি তা বুঝতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'ঠিক জানি না। যদি পারেও আমাদের মনের কথা বুঝতে হলে

আমাদের ওপর ওদের কনসেনট্রেট করতে হবে।'

অ্যাডাম বলল, 'আমাদেরকে ওরা রশি দিয়ে বেঁধে রাখল না কেন?'

'এখানে তো পালিয়ে যাবার কোনও জায়গাই নেই।'

'তা অবশ্য ঠিক,' সায় দিল অ্যাডাম।

'তাছাড়া ওরা বন্দুকের গুলি ছুঁড়লেই তো আমরা অজ্ঞান। তোমার মাথা ব্যথাটা কি একটু কমেছে?'

হাত দিয়ে ঘাড় ঘষল অ্যাডাম। 'হুঁ। ব্যথাটা এখন এখানে নেমে এসেছে।'

'জ্ঞান ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যায় ব্যথা।'

একটা কথা মনে পড়ে গেল অ্যাডামের। 'আমি গুলি খাওয়ার আগে স্যালি একটা এলিয়েনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল। জানি না ও পালিয়ে যেতে পেরেছে কিনা।'

'সম্ভবত পারেনি। হয়তো অন্য জাহাজটিতে আছে ও।'

'তুমি ওই জাহাজটা দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'না। তবে আমার ধারণা ওটা আমাদের কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নেই।'

গলা নামাল অ্যাডাম। 'পালিয়ে যাওয়ার বুদ্ধিটুদ্ধি কিছু করেছ?'

'না।'

'কোনও বুদ্ধিই করনি?'

মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'আমাদের কেউই এ জাহাজ চালাতে জানি না। ওরা সুযোগ দিলেও লাভ হবে না।'

'কিন্তু আমি জীবনের বাকি সময়টা একটা অচেনা গ্রহে কাটিয়ে দিতে চাই না।'

'তুমি অতদিন বেঁচে না-ও থাকতে পার।'

'মশকরা করছ?' অনুযোগের সুরে বলল অ্যাডাম।

'দুঃখিত। তবে এখান থেকে কীভাবে রক্ষা পাব কোনও বুদ্ধিই আসছে

না মাথায়। এলিয়েনরা আমাদেরকে দয়া করে বাড়ি পৌঁছে না দিলে পৃথিবীতে ফিরে যাবার কোনও উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না আমি। এবং মনে হয় না আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কোনও সদিচ্ছা ওদের আছে। বিশেষ করে যখন এত কষ্ট করে আমাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে এল।'

'তুমি জাহাজে ঢোকামাত্র ওরা তোমাকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল?'

'না। আমি পালাবার চেষ্টা করতে গেলে ওরা আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে,' বলল ওয়াচ।

এমন সময় মেঝের মাঝখানে আবির্ভূত হলো গোল একটি দরজা। সরু একটি লিফটে চড়ে হাজির হয়ে গেল ক্ষুদ্রাকৃতির একটি এলিয়েন। একদম বাচ্চাদের মত দেখতে। যদিও অ্যাডামের ধারণা এর বয়স দশ হাজার বছরের কম হবে না। এলিয়েনের মাথাটা প্রকাণ্ড, তবে বড় বড় কালো চোখ ভাবলেশহীন শীতল নয়। এক মুহূর্ত ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে, তারপর হেঁটে এল। দাঁড়াল ওদের পায়ের কাছে। মনে হলো মাথা নিচু করে সালামও দিল। লম্বায় আধা মিটারের বেশি হবে না কিছুতেই।

'হ্যালো,' নিরুত্তাপ গলায় বলল অ্যাডাম। 'তোমার নাম কী? নাকি শুধু সংখ্যা দিয়ে পরিচিত হও তোমরা?'

ভয়ানক অবাক হয়ে গেল অ্যাডাম সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেয়ে। এলিয়েনের মুখ নড়ল না, তবে তার জবাব মস্তিষ্কে প্রবেশ করল অ্যাডামের। টেলিপ্যাথির সাহায্যে জবাব দিচ্ছে সে।

'আমার নাম সংখ্যা এবং অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত। আমি একুইল ১২। তোমরা কে?'

গভীর দম নিল অ্যাডাম। জবাব শুনে চমকে গেলেও খুশিও হয়েছে খুব। যাক বাকি জীবনটা বোবা এলিয়েনদের সঙ্গে অন্তত কাটাতে হবে না।

'আমি অ্যাডাম। আর এ আমার বন্ধু ওয়াচ।'

এলিয়েন বড় বড় চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়েই আছে। চেহারায়

কোনও ভাব ফুটে নেই। *'তোমাদের সংখ্যা কত?'*

'আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানে সংখ্যার ব্যবহার নেই,' জবাব দিল অ্যাডাম।

'তাহলে তোমার রেটিং কত?'

'আমাদের কোনও রেটিংও নেই,' বলল অ্যাডাম। 'তবে আশা করি আগামী বছরে আমি ক্লাস সেভেনে উঠব।'

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে জুনিয়র হাই আছে বলে মনে হয় না।' বিড়বিড় করল ওয়াচ। ওয়াচের দিকে তাকাল এলিয়েন। 'জুনিয়র হাই কি?'

'এটা এক ধরনের স্কুল,' বলল অ্যাডাম। 'ওখানে তোমাকে হয়তো খেলনা দিয়ে খেলতে দেবে না তবে গাড়ি চালানোর অনুমতি পাবে।'

'গাড়ি কী? পরিবহনের যান?'

'হ্যাঁ,' বলল অ্যাডাম। 'আমাদের গ্রহে ওগুলো আছে।' সে কন্ট্রোল প্যানেল নিয়ে ব্যস্ত বাকি দুই এলিয়েনের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল। 'ওদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?'

'ওরা শিক্ষক। এটা আমার একটি শিক্ষা সফর।'

তেতো গলায় প্রশ্ন করল অ্যাডাম, 'ওরা কি তোমাদেরকে নিরীহ মানুষদের অপহরণ করার শিক্ষা দেয়?'

জবাব দিতে ইতস্তত করল এলিয়েন। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের চামড়া কুঁচকে গেল। সে পেছনে দাঁড়ানো এলিয়েনদের দিকে আড়চোখে তাকাল এক ঝলক। তারপর ফিরল ওদের দিকে।

'অপহরণ কী জিনিস?'

'অপহরণ মানে কাউকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে তুলে নিয়ে আসা,' ব্যাখ্যা করল অ্যাডাম। 'যেমনটা আমাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তোমার শিক্ষকরা তাদের অস্ত্র দিয়ে আমাদেরকে অজ্ঞান করে ফেলে। অচেতন অবস্থায় আমাকে এ জাহাজে টেনে তোলা হয়। তুমি এসব কিছুই দেখনি?'

আবার চুপ হয়ে গেল এলিয়েন। চিন্তা করছে বোধহয়।

'না। অবতরণ করার পরে আমাকে নিচে থাকতে বলা হয়েছে।'

'কিন্তু আমাদের কথা তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস করেছ, না?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। ওর মনে হয়েছে ওদের সঙ্গে যেরকম আচরণ করা হয়েছে, বাচ্চা এলিয়েন হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারেনি।

জবাব দেয়ার আগে আবার ভেবে নিল এলিয়েন। *'তুমি মিথ্যা কথা বলছ বলে মনে হচ্ছে না।'*

'যা ঘটেছে তাই তোমাকে জানালাম,' বলল ওয়াচ। 'তোমাদের লোকেরা আমাদের ওপর হামলা করে।'

'ব্যথা তো পাওনি।'

'কিন্তু আমাদেরকে বন্দি করে রেখেছে,' বলল ওয়াচ। 'আমরা বাড়ি যেতে চাই।'

'আমরা বাড়ি যাচ্ছি।'

'আমরা আমাদের বাড়ি ফিরতে চাই,' বলল অ্যাডাম।

'যেখান থেকে আমাদেরকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে,' একটু থেমে জানতে চাইল, 'তুমি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে?'

মাথা নামাল ছোট্ট এলিয়েনটি। 'আমি সাধারণ ছাত্র মাত্র। এখানকার কোনও কিছুর ওপরে আমার কর্তৃত্ব নেই।'

'কিন্তু তোমার শিক্ষকদের সঙ্গে তো অন্তত কথা বলতে পারবে, বলল অ্যাডাম। 'ওদেরকে জানাও আমরা খুব বিচলিত হয়ে আছি।'

খুদে এলিয়েন তাকাল। 'ওরা আমার কথা শুনবেন না।'

কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল অ্যাডাম। 'ওরা কি এখন আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে?'

কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল বাচ্চা এলিয়েন। ওরা এই প্রথম ওর চোখের পাতা দেখতে পেল। প্রায় স্বচ্ছ পাতা, অদ্ভুত দেখতে। যখন চোখ মেলে চাইল, কালো মণিতে আবছা একটা আলো যেন দেখতে পেল অ্যাডাম।

'না। ওঁরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন না। তোমাদেরকে নিয়ে ওঁদের কোনও মাথাব্যথাও নেই। আমাদের মধ্যে যাদের বয়স কম তাদের টেলিপ্যাথির জোর অনেক বেশি। আমার টেলিপ্যাথির সীমানা ওদের দ্বিগুণ।'

'ইন্টারেস্টিং তো,' বলল অ্যাডাম। 'বাচ্চাদের টেলিপ্যাথির জোর বেশি কেন?'

'কারণ আমাদের দুঃখ-কষ্ট-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কম।'

'মনে হচ্ছে খুব জোরে এ জাহাজ চলছে,' বলল ওয়াচ। 'তবু যে গতিতে চলছে তাতে মনে হয় না আগামী শতকের আগে তোমাদের বাড়ি পৌঁছাতে পারব। এই আকাশযানটা কীভাবে চলছে বলবে?'

'আমাদের এ যান চলছে প্রায় আলোর গতিতে। আমরা এরপর আমাদের ভরবেগ খাঁটি শক্তিতে পরিণত করব এবং শক্তিটা ব্যবহার করা হবে হাইপার স্পেসে জাম্প করার জন্য।'

'একটি হাইপার জাম্পে কি অনেকগুলো আলোকবর্ষ অতিক্রম করা সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

প্রশ্নটা বুঝে উঠতে বোধহয় সময় লাগল এলিয়েনের। একটু ইতস্তত করে জবাব দিল। 'হ্যাঁ। প্রয়োজন পড়লে আমরা যে কোনও দূরত্ব পাড়ি দিতে পারি।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল ওয়াচ।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'মস্ত বিপদ।' জবাব দিল ওয়াচ। 'হাইপার জাম্পের আগে আমাদের ফোর্স বদলাতে না পারলে এ জিন্দেগিতে বাড়ি ফেরা হবে না।'

'আমরা কখন হাইপার স্পেসে জাম্প করব?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

কব্জিতে বাঁধা ছোট একটি যন্ত্র টিপেটুপে জবাব দিল খুদে এলিয়েন। *'তোমাদের পৃথিবীর সময়ের হিসেবে পনের মিনিট পরে।'*

স্তম্ভিত অ্যাডাম। 'এত তাড়াতাড়ি?' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ও, তবু কথা বলার সময় কেঁপে গেল কণ্ঠ। 'তোমার কি আমাদের জন্য

মায়া হয় না? আমাদেরকে কি তুমি রক্ষা করতে পার না?'

খুদে এলিয়েন হাসার চেষ্টা করল। সরু ছোট মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়ল। তার চোখে ক্রুর এবং শীতল দৃষ্টি নেই। বরং বন্ধুসুলভ চাউনি।

'আমি বুঝতে পারছি তোমাদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা আমাদের আইন বিরোধী কাজ। জানি না কীভাবে আমাদের শিক্ষকরা এমন কাজ করতে পারলেন।'

'সেটা ওদেরকেই জিজ্ঞেস কর,' বলল ওয়াচ।

কিন্তু এলিয়েন আগের কথার পুনরাবৃত্তি করল। 'ওরা আমার কথা শুনবেন না।'

অ্যাডাম সহানুভূতির গলায় বলল, 'তোমাদের দুনিয়াতেও বড়রা ছোটদের কথা শুনতে চায় না? আমাদের পৃথিবীতেও তাই। আমাদের বলার মত কত কথা আছে। অথচ আমাদের দেশের প্রেসিডেন্টকে ভোট দেয়ার অধিকার আমাদের নেই।' একটু থেমে ফিসফিস করল। 'এ জাহাজ কীভাবে চালাতে হয় জানো?'

'জানি।'

'আমাদেরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে?' আবার জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। সে হাইপার জাম্পের কথা শুনে খুবই উদ্বিগ্ন। 'আমরা সত্যি বাড়ি ফিরে যেতে চাই। আমার মা আমার জন্য ডিনার সাজিয়ে বসে আছেন। ভাবছেন আমি এখনও বাড়ি ফিরছি না কেন।'

খুদে এলিয়েন অ্যাডামের কথা বুঝতে পারল।

'আমারও মা আছে। আমাকে খুব ভালোবাসে।'

সে আবার তাকাল বড় এলিয়েনদের দিকে। তারপর ডুবে গেল চিন্তায়। তারপর বলল, *'আমি দেখছি কী করা যায়।'* ঘুরে দাঁড়াল সে। পা বাড়াল তার দুই শিক্ষকের দিকে।

অ্যাডাম বাচ্চা এলিয়েনের গমন পথের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি এখানে আর থাকতে চাই না। ওদেরকে দশ মিনিট সময় দেব।

দেখি এর মধ্যে ওরা আমাদেরকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় কিনা।'

অতক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদেরকে। পাঁচ মিনিট পরেই হঠাৎ করে উদয় হলো দ্বিতীয় ফ্লাইং সসার। স্বচ্ছ ছাদ দিয়ে উড়ুক্কু যানটাকে দেখতে পেল ওরা। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, বিপজ্জনক গতিতে ছুটে আসছে। ওটার ছাদে যেন সবুজ আগুন জ্বলছে। এক মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল ওয়াচ এবং অ্যাডাম। হঠাৎ ওদের ফ্লাইং সসার কেঁপে উঠল ভয়ানক। ধোঁয়ার গন্ধ পেল অ্যাডাম। চোখ মেলে চাইল।

কন্ট্রোলে দাঁড়ানো দুই এলিয়েন উত্তেজিত ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে। এমন সময় লুকানো স্পীকারে ভেসে এল স্যালির কণ্ঠ।

'স্টারশিপ ইউ এফ ও থেকে ক্যাপ্টেন সারা উইলকক্স এবং লেফটেনেন্ট সিন্ডি ম্যাকে বলছি। তোমরা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করবে। তোমাদেরকে দুই মিনিট সময় দেয়া হলো। আত্মসমর্পণ না করলে তোমাদের জাহাজ আমরা ধ্বংস করে দেব।'

অ্যাডাম এবং ওয়াচ পরস্পরের দিকে তাকাল অবাক দৃষ্টিতে।

সাত

স্টারশিপ ইউ এফ ও নামটা দিয়েছে স্যালি। ওদের পেছনে দূর প্রান্তের দেয়ালে দুই এলিয়েন গা ঘেঁষাঘেঁসি করে ভীত ভঙ্গিতে বসে আছে।

'আমাদের বন্দি বিনিময় নিয়ে আলোচনা করা উচিত,' পরামর্শ দিল সিন্ডি।

'এটা আন্তর্নাক্ষত্রিক যুদ্ধ,' ফায়ারিং বাটনে আঙুল রেখে বলল স্যালি।

'আমি আলোচনা করতে আগ্রহী নই।'

'কিন্তু তুমি ওদের শিপ উড়িয়ে দিলে অ্যাডাম এবং ওয়াচও মারা যাবে,' বলল সিন্ডি।

ফায়ারিং বাটন থেকে আঙুল সরিয়ে নিল স্যালি। ওরা শিখে নিয়েছে কীভাবে অস্ত্র এবং এই যান চালাতে হয়। এলিয়েনদের মাথায় বন্দুক ঠেকাতেই তারা হড়হড় করে বলে দিয়েছে সব। এলিয়েনদের প্রতি কোনও

মমতা নেই স্যালির। সে সমানে ওদেরকে হুমকি-ধামকি দিয়ে চলেছে। ভয় দেখাচ্ছে ওদেরকে মহাশূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন মৃত্যু ওদের সুনিশ্চিত। সিন্ডি অবশ্য স্যালির এমন নিষ্ঠুর প্রস্তাবে রাজি হয়নি। যদিও জানে সুযোগ পেলে এলিয়েনরা ওদেরকে খুন করে ফেলতে দ্বিধা করবে না।

'আমি জানি সে কথা,' বলল স্যালি। 'তবে ওদেরকে জাহাজ উড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখাব। নইলে অ্যাডাম এবং ওয়াচকে ওরা জীবনেও ছাড়বে না।'

‘ভদ্রভাবে কথা বলতে দোষ কী?’ বলল স্যান্ডি।

মাথা নাড়ল স্যালি। ‘কোনও লাভ নেই। ওই এলিয়েনগুলো আমাদের গ্রহে এসে অস্ত্রের মুখে কিডন্যাপ করেছে আমাদের দুই বন্ধুকে। শক্তির বিরুদ্ধে শক্তির ব্যবহারই শ্রেয়। এটাই একমাত্র রাস্তা।’

‘তোমার মাথায় কি এ চিন্তাটা একবারও আসে নি আন্তর্নাক্ষত্রিক যুদ্ধে ওই শিপের এলিয়েনরা তোমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি অভিজ্ঞ? ওরা যদি আমাদেরকে উড়িয়ে দেয়?’

মাথা ঝাঁকাল স্যালি। ‘ও কথাটাও ভেবেছি আমি। এ জন্যই প্রথমেই ওদেরকে একটা রাম ধাক্কা দিয়েছি। আশা করি ধাক্কার চোটে ওদের উইপন সিস্টেমের বারোটা বেজে গেছে।’

সিন্ডি মাথার ওপরের বড় পর্দার দিকে ইঙ্গিত করল।

‘তোমার আশা যেন সফল হয় সে প্রার্থনাই করো। কারণ ওরা আসছে। ওদের শিপের চারপাশ দিয়ে সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমার ধারণা ওরা হামলা চালাতে যাচ্ছে।’

স্যালি তার বন্দিদের দিকে পাঁই করে ঘুরল। হাতে বন্দুক।

‘আমরা প্রতিরক্ষা ঢাল ব্যবহার করব কীভাবে?’ চেঁচিয়ে উঠল ও।

এলিয়েনরা বড় বড় চোখে পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। হালকা মাথা নাড়ল, কেঁপে উঠল শরীর, তারপর একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল। এর আগে টেলিপ্যাথির সাহায্যে তারা স্যালি এবং সিন্ডির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু এখন এমন ভয় পেয়েছে, সুস্থ মস্তিষ্কে কিছু ভাবতে পারছে না।

‘ওরা বোধহয় বলছে ওদের কোনও প্রতিরক্ষা ঢাল নেই,’ বলল সিন্ডি।

‘ঢাল থাকতেই হবে।’ চেঁচাল স্যালি। ‘এটা স্পেসশিপ। সিনেমায় সব সময় দেখায় স্পেসশিপের ঢাল আছে।’

প্রচণ্ড ঘুসির মত একটা বিস্ফোরণ ধাক্কা মারল ওদের শিপের গায়ে। শূন্যে উঠে গেল স্যালি এবং সিন্ডি। পরমুহূর্তে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল

মেঝেতে। এক মুহূর্তের জন্য নিভে গেল আলো। নিকষ আঁধারে ডুবে গেল ওরা। তবে একটু পরেই জ্বলে উঠল ইমার্জেন্সি বাতি, লাল নরম আলোর বন্যায় ভেসে গেল জাহাজের ভেতরটা। হাঁটু গেড়ে বসল সিন্ডি এবং স্যালি। সিন্ডির ডান গোড়ালি ব্যথায় দপদপ করছে। উত্তেজনার চোটে ভুলেই গিয়েছিল সে অসুস্থ।

'এর শোধ আমরা নেবই,' হিসহিস করে উঠল স্যালি।

সে কন্ট্রোল প্যানেলের ফায়ারিং বাটনে হাত বাড়াল। 'আমাদের বন্দি বিনিময়ের দরকার নেই।'

ওকে বাধা দিল সিন্ডি। 'এক সেকেন্ড। কিসের যেন শব্দ শুনলাম।'

'কী?' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি।

'টেলিপ্যাথিক মেসেজ। শোনো। আবার আসছে ওটা।'

'সবুজ বোতাম টিপে দাও। তারপর বেগুনিটা।'

'শুনলে তো?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'হুঁ। তো?' স্যালি মেঝেতে কুঁকড়ে-মুকড়ে বসে থাকা দুই এলিয়েনের দিকে ইঙ্গিত করল। তাদের চোখ ভয়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'ওরা আমাদেরকে উড়িয়ে দেয়ার পরামর্শ দিচ্ছে।'

সিধে হলো সিন্ডি। 'ওদের মৃত্যুভয় আমাদের চেয়েও বেশি।

মেসেজটা ওদের কাছ থেকে আসে নি। এসেছে অন্য শিপ থেকে।

বিরক্ত দেখাল স্যালিকে। 'আমরা ওদের অর্ডার মানতে বাধ্য নাকি? তোমার মাথা ঠিক আছে তো? আমরা অবশ্যই পাল্টা জবাব দেব। অ্যাডাম এবং ওয়াচকে যদি হারাতেই হয়, ভাবব একটা মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ওরা আত্মোৎসর্গ করেছে।' আবার ফায়ারিং বাটনে হাত বাড়াল সে। 'আমি আমাদের সমস্ত অস্ত্র চালু করে দেব। হয় ওরা না হয় আমরা–দু'জনের কেউ মারা না যাওয়া পর্যন্ত ফায়ার করেই যাব।'

আবার ওকে থামাল সিন্ডি। 'কী সব পাগলামি করছ। আমরা অ্যাডাম এবং ওয়াচকে নিশ্চয় হত্যা করতে পারি না।'

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল ও, কেমন আড়ষ্ট দেখাল চেহারা। 'এ মেসেজটা অন্য রকম। যে এটা পাঠিয়েছে মনে হচ্ছে সে আমাদেরকে সাহায্য করতে চায়।'

স্যালি বাতাসে হাত ছুঁড়ল। 'যে এ মেসেজ পাঠিয়েছে সে একজন এলিয়েন! আমরা তার কথায় বিশ্বাস করতে পারি না।'

দৃঢ় গলায় বলল সিন্ডি, 'এবং আমরা ওদের জাহাজ উড়িয়ে দিতেও পারি না। মেসেজটা তোমার কাছে কোনও অর্থ বহন করতে না পারে তবে আমার বিশ্বাস এটা খারাপ কিছু নয়।'

যারপরনাই বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল স্যালি। তাকাল ছাদে। অপর শিপটি আবার আসছে। স্যালি দেখতে পেল ওরা তাদের অস্ত্রে গুলি ভরছে।

'যদি উপযুক্ত জবাব দিতে চাও তো এখনই সময়,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল স্যালি।

কন্ট্রোল প্যানেলে পা বাড়াল সিন্ডি। টিপে দিল সবুজ বোতাম, তারপর বেগুনি বোতাম। প্রথমে কিছুই ঘটল না। অপর জাহাজটি হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে ওদের দিকে, ওটার শক্তিশালী উইপন ব্যাটারি ভীতিকর সবুজ আলো নিয়ে জ্বলছে। ওর পেছনে দাঁড়ানো স্যালি হঠাৎ জোরে হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করল। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল সিন্ডি। দেখল ওদের জাহাজের মাঝখানে খর্বাকৃতির একটি এলিয়েন দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি কোত্থেকে এসেছ?' চেঁচিয়ে উঠল সিন্ডি।

'তুমি এইমাত্র আমাকে অপর জাহাজ থেকে টেলিপোর্ট করে নিয়ে এসেছ। আমি এসেছি তোমাদেরকে এবং তোমাদের দুই বন্ধু অ্যাডাম ও ওয়াচকে সাহায্য করতে। আমি কি কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহার করতে পারি, প্লীজ?'

'না।' খুদে এলিয়েনের দিকে বন্দুক তাক করে চেঁচাল স্যালি।

'তোমার মত বামনের হাতে আমরা জাহাজ ছাড়ব না।'

এলিয়েন শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। *'আমাকে অবিশ্বাস করার*

কারণ আমি বুঝতে পারছি। আমার শিক্ষকরা তোমাদের এবং তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। অন্য কোনও বুদ্ধিমান প্রাণীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে কব্জা করা আমাদের দেশের আইনবিরোধী কাজ। আমি এসেছি পরিস্থিতি সামাল দিতে। আর তা করতে হলে আমাদের অন্য শিপে সংকেত পাঠাতে হবে। এবং সে কাজটা করার অনুমতি চাইছি তোমাদের কাছে। সংকেত পাঠালে ওরা ভাববেন আমি এই যান দখল করতে পেরেছি। তখন আর ওরা গুলি ছুঁড়বেন না। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে কন্ট্রোল ব্যবহার করতে না দাও, এই শিপ এবং তোমরা আগামী দশ সেকেন্ডের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'ওকে কাজটা করতে দাও।' অনুনয় করল সিন্ডি।

'না!' তর্ক করল স্যালি। 'এটা ফাঁদ হতে পারে।'

'আমরা অনেক আগেই ফাঁদে পড়েছি।' খেঁকিয়ে উঠল সিন্ডি। মাথার ওপরে তাকাল। অপর জাহাজটি এখনও আগের দূরত্বে রয়েছে। 'আমাদের কোনও উপায় নেই, স্যালি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? বন্দুক নামাও।'

ইতস্তত করল স্যালি, তারপর গনগনে মুখে ঘুরে দাঁড়াল।

'সমস্ত দায়দায়িত্ব তোমার, সিন্ডি। যদি তোমার ভুল হয় তোমাকে আমি ছাড়ব না।'

'আমার ভুল হলে আমাকে ধরার জন্য তুমি আমি কেউই বেঁচে থাকব না।' সিন্ডি বামন এলিয়েনের দিকে ইশারা করল। সে মেঝের মাঝখানে ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। 'যা করার জলদি করো!'

কন্ট্রোল প্যানেলে পা বাড়াল এলিয়েন। ঝটপট কতগুলো বোতাম টিপল। বাইরের ফ্লাইং সসার হঠাৎ দিক পরিবর্তন করল। সিন্ডি সোল্লাসে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু স্যালি মুখ গোমড়া করে রাখল। সে বামন এলিয়েনের দিকে একটি আঙুল তুলল।

'আমার বন্ধুদেরকে এখুনি মুক্ত করে দেবে,' বলল সে। 'তারপর আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে পৃথিবীতে।'

খুদে এলিয়েন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। কথা বলছে টেলিপ্যাথির সাহায্যে।

'এ মুহূর্তে এটা সম্ভব নয়। অপর জাহাজের শিক্ষকরা তাঁদের খেয়াল খুশিমত কাজ করেন। আমার কথা তাঁরা শুনবেন না। কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা হাইপার স্পেসে জাম্প করবেন এবং ফিরে যাবেন আমাদের পৃথিবীর বাড়িতে। ওদের পিছু পিছু যেতে চাই আমি।'

'কী?' গলা ফাটাল স্যালি। আবার তুলল অস্ত্র। 'তোমার কী ধারণা আমরা এতই বোকা জেনেশুনে এই ফাঁদে পা দেব? হাইপার স্পেস বা যা-ই বলো– ওতে একবার ঢুকে পড়লে আর কোনওদিন আমরা আমাদের বাড়ি ফিরতে পারব না। তুমি এ জাহাজ এক্ষুনি ঘোরাবে। আমরা পৃথিবীতে ফিরব।'

'স্যালি, মেজাজ সামলাও,' বলল সিন্ডি। 'রাগের চোটে বুদ্ধি-বিবেচনা সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছ। আমরা এখনই বাড়ি ফিরতে পারব না। অ্যাডাম এবং ওয়াচ যেখানে যায় সেখানে যেতে হবে আমাদেরকে। আমি এই ছোট্ট মানুষটির সব কথাই বিশ্বাস করছি।' সে এলিয়েনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলল, 'তোমাদের পৃথিবীর বাড়িতে গেলে কী আমাদের বন্ধুরা ছাড়া পাবে?'

ইতস্তত করল এলিয়েন, *'হয়তোবা। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তবে পরিকল্পনাটি খুব বিপজ্জনক।'*

মাথা নাড়ল স্যালি। সে এলিয়েনের দিকে বন্দুক তাক করেই আছে। 'তোমাকে আমরা বিশ্বাস করব কেন?' চেঁচাল সে। 'আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য তুমি তোমাদের স্বজাতির সঙ্গে বেঈমানি কেন করতে চাইছ?'

'যা সঠিক কাজ তা করলে বেঈমানি করা হয় না। শিক্ষকরা যদি আমাদের আইন ভেঙে থাকেন আমি তাদেরকে ক্রিমিনাল অ্যাক্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেব। তাছাড়া খুব ছোটবেলা থেকে মনুষ্য প্রজাতি নিয়ে আমি গবেষণা করে আসছি। তোমাদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।

আমি শুধু তোমাদের কাজে লাগতে চাই।'

'গতানুগতিক গল্প,' বিড়বিড় করল স্যালি। তাকাল সিন্ডির দিকে। 'মোটা মাথার এ বামনটাকে তুমি বিশ্বাস করছ কীভাবে?'

সিন্ডি এগিয়ে এসে বামন এলিয়েনের মাথা চাপড়ে দিল। এলিয়েন ওর আদরটুকু উপভোগ করেছে মনে হলো। সে সিন্ডির দিকে এক কদম এগিয়ে গেল। চার আঙুলে হাস্যকর হাত দিয়ে ওর পা স্পর্শ করল।

'ওর চেহারাটা বেশ কিউট,' মন্তব্য করল সিন্ডি। 'ওর সঙ্গে অ্যাডামের অদ্ভুত একটা মিল খুঁজে পাচ্ছি আমি।'

নাক সিঁটকাল স্যালি। 'এখান থেকে যদি বের হতে পারি, অ্যাডামকে বলব এ কথা।'

এলিয়েন ওদের দু'জনের দিকে তাকাল। *'আমার সঙ্গে তুলনার কথা শুনলে অ্যাডাম বোধহয় খুশিই হবে।'*

পরিস্থিতি খুবই হতাশাজনক। ওরা ভিনগ্রহ থেকে আসা একদল এলিয়েনের সঙ্গে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, ওদের বন্ধুরা বন্দি। তবু স্যালি এবং সিন্ডি হঠাৎ ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগল। অ্যাডাম এলিয়েনের সঙ্গে তার তুলনার কথা শুনলে কী বলবে সে কথা ভেবেই হাসছে ওরা।

আট

হাইপার স্পেসে জাম্পের অভিজ্ঞতার কথা জীবনেও ভুলবে না অ্যাডাম এবং ওয়াচ। গভীর মহাশূন্যে ছুটে চলেছে ওরা– উজ্জ্বল নক্ষত্র সূর্য এখন ওদের অনেক পেছনে। এলিয়েনরা হাইপার স্পেসে জাম্প করার আগে কয়েকটা বোতাম টিপে দিয়েছিল। তারপর মৃদু একটা গুঞ্জন শোনা যায়। মাত্র এক মুহূর্ত শোনা গিয়েছিল মুহূর্তে। মৃদু একটা ঝাঁকি অনুভব করেছে অ্যাডাম। তারপর সবকিছু আবার আগের মত। শুধু সূর্যটা সামনের বদলে পেছনে চলে এসেছে।

'ভেবেছিলাম দৃশ্যগুলো বদলে যাবে,' বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

'আমিও তাই ভেবেছি,' সায় দিল বিস্মিত ওয়াচ। সে চওড়া ছাদ দিয়ে নক্ষত্র দেখতে দেখতে মন্তব্য করল, 'হয়তো ওদের সৌরজগত আমাদের সৌরজগত থেকে খুব বেশি দূরে নয়। নক্ষত্রমণ্ডল তো একইরকম মনে হচ্ছে।'

'একদম একরকম?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'না। পার্থক্য তো খানিকটা আছেই। যেমন প্লাউ নক্ষত্র কেমন বাঁকা লাগছে। হয়তো আরেকটি অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছি বলে এমন মনে হচ্ছে। আমরা বোধহয় গত কয়েক সেকেন্ডে অনেকগুলো আলোকবর্ষ পেছনে ফেলে রেখে এসেছি। তবে...' থেমে গেল ওয়াচ।

'তবে কী?'

মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'বুঝতে পারছি না জিনিসটা কী। তবে এখানে কিছু একটা ভজঘট আছে। আমাদের ছোট্ট বন্ধুটি থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেত।

বুঝতে পারছি না সে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল।'

'অপর শিপটিতে হয়তো চলে গেছে। মেঝের মাঝখানটায় সে কেমন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল, মনে আছে? মেয়েদেরকে বোধহয় মেন্টাল সিগনাল পাঠাচ্ছিল যাতে ওরা তাকে এখান থেকে তুলে নেয়। ও বলেছিল প্রাপ্তবয়স্ক এলিয়েনদের চেয়েও ওর টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা অনেক বেশি শক্তিশালী।

'ও কি আমাদের পক্ষে কাজ করছে?' বলল ওয়াচ।

'হয়তোবা। স্যালি কীভাবে গুলি করেছিল মনে করো।'

'হ্যাঁ। সাহস আছে মেয়েটার। তবে ওর জন্য প্রায় মরতে বসেছিলাম আমরা। আশা করি ওরা হাইপার স্পেসে আমাদের পেছন পেছন আসছে।'

'আমিও আশা করছি,' বলল অ্যাডাম। 'এই ইউনিভার্সে আমাদের বন্ধু বলতে হয়তো শুধু ওর খুদে এলিয়েন।'

ধীরগতিতে বয়ে যাচ্ছে সময়। অ্যাডাম এবং ওয়াচের খিদে লেগেছে। তেষ্টাও পেয়েছে খুব। আটককারী এলিয়েনদের খিদে লাগার কথা জানিয়েওছে। কিন্তু তারা শুনেও না শোনার ভান করেছে। অ্যাডামের ইচ্ছে করছে লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এমন ক্লান্ত লাগছে শরীর। ওদেরকে হামলা করার শক্তি নেই। সময় যত যাচ্ছে ওদের মনে এ ধারণা ততই বদ্ধমূল হচ্ছে যে খুদে এলিয়েন অপর জাহাজ নিয়ে ওদের পেছন পেছন আসছে। যদিও অপর জাহাজটির কোনও চিহ্ন ওরা দেখতে পাচ্ছে না। অবশ্য এ ইউনিভার্স এত প্রকাণ্ড, শিপের চেহারা দেখতে হলে ওটাকে খুব কাছাকাছি আসতে হবে।

মাথার ওপরে সূর্য ঝকমকে আলো ছড়িয়ে চলেছে। তবে এটা অন্য ইউনিভার্সের সূর্য। দূর থেকে অ্যাডাম এবং ওয়াচ নীলচে-সাদা একটি গ্রহ দেখেছিল। গ্রহে রুপোলি চাঁদও আছে। প্রথমে ভেবেছে এটা পৃথিবী। তবে স্পেসশিপ গ্রহের যতই কাছাকাছি হয়েছে, সাগর এবং মহাসাগরগুলোর চেহারা বদলে গেছে। ওগুলো পৃথিবীর সাগরের মত নয়। হতাশায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছে অ্যাডামের। এখানে ওরা বড্ড অসহায়। বামন একটা এলিয়েনের ওপর শুধু ওদেরকে ভরসা করতে হচ্ছে। ওয়াচ গ্রহের দিকে ইঙ্গিত করল। 'গ্রহের

চারপাশে ঝলমলে রুপোলি কাঠামোগুলো দেখতে পাচ্ছ? আমার ধারণা ওগুলো হয় স্পেস স্টেশন অথবা স্পেসশিপ। এদের সংস্কৃতি নিশ্চয় আমাদের থেকে অনেক উন্নত। কয়েকটা স্পেস স্টেশন তো আকারে খুবই বড়।'

'এলিয়েনরা হয়তো মহাশূন্যেই বাস করে,' বলল অ্যাডাম।

'হয়তো তারা তাদের গ্রহ এমন দূষিত করে রেখেছে যে ওটা আর বসবাসের যোগ্য থাকে নি।'

'মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আমাদের জীবনেও একই ঘটনা ঘটতে পারে,' বলল ওয়াচ।

'এলিয়েনরা আমাদের পৃথিবীতে হামলার মতলব করেনি তো?' বলল অ্যাডাম। 'ওরা হয়তো আমাদেরকে কিডন্যাপ করেছে অত্যাচার করে পৃথিবী সম্পর্কে তথ্য জানতে চায়।'

'কিন্তু আমরা পৃথিবী সম্পর্কে কী ইবা জানি?' বলল ওয়াচ।

'তা ঠিক। তবে একথা ওদের বোঝাবে কে? ওরা হয়তো ভাবছে স্পুকসভিলের বাচ্চারা পৃথিবীর শাসক শ্রেণীর কেউ।'

ওয়াচ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্রমে কাছিয়ে আসা গ্রহের দিকে। 'দূষণ নিয়ে যে সন্দেহের কথা তুমি বললে ওই গ্রহে হয়তো তেমনটাই ঘটেছে। উপকূলের ধারে বাদামি, ঘোলাটে আবর্জনার মত একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্ছে কুয়াশা। কুয়াশা এবং ধোঁয়ার মিশ্রণ। ওরা টেকনোলজিতে এতদূর এগিয়ে গেছে অথচ গ্রহটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারেনি।' ওয়াচ দেয়ালের ছোট পর্দার দিকে হাত তুলে দেখাল। 'কতবড় স্টেশন দেখছ? সিলিন্ডারের মত। কমপক্ষে এক মাইল হবে লম্বায়। সম্ভবত ওটাই আমাদের গন্তব্য।'

ঠিকই বলেছে ওয়াচ। এলিয়েন স্টেশনটি আক্ষরিক অর্থেই প্রকাণ্ড। যেন ছোটখাট একটি পৃথিবী। এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো কক্ষপথে ওরকম স্টেশন কয়েক হাজার ছড়িয়ে রয়েছে।

স্টেশনটি নিজের অক্ষরেখায় ঘুরছে। অ্যাডামরা ধারণা করল ওদের স্পেসশিপ ওপর থেকে ঢুকে পড়বে স্টেশনে। কিন্তু হঠাৎ ওদের সামনে উদয় হলো চওড়া কালো একটি দরজা। যেন বিশাল একটি মুখ, গিলে খাবে ওদেরকে।

ফ্লাইং সসার দরজা অভিমুখে এগোল। করুণ চেহারা নিয়ে মাথা নাড়ল অ্যাডাম।

'বামন এলিয়েন আমাদেরকে সাহায্য করলেও আমি বুঝতে পারছি না সে এখান থেকে কীভাবে আমাদের বের করে নিয়ে যাবে।'

'পরিস্থিতি সত্যি হতাশাজনক,' সায় দিল ওয়াচ। 'কিন্তু স্পুকসভিলে যারা বাস করে তাদেরকে সবসময় হতাশার মধ্যেই থাকতে হয়।'

'কিন্তু আমরা তো স্পুকসভিল থেকে অনেক দূরে,' ঘোঁতঘোঁত করল অ্যাডাম।

স্টেশনে উড়ে এল ফ্লাইং সসার। এক মুহূর্তের জন্য আঁধার যেন সবকিছু গ্রাস করে নিল। তারপর প্রকাণ্ড একটি ঘরে নিজেদেরকে আবিষ্কার করল অ্যাডামরা। ঘরে নরম, হলুদ আলো জ্বলছে। এত বড় ঘর, সসারটি সহজেই পার্ক করতে পারবে। আশপাশে শতশত ফ্লাইং সসার ভেসে রয়েছে। ডক ধরনের একটি জায়গার দিকে উড়ে চলল। একটু পরেই শিপ থেকে নেমে পড়তে হবে ওদেরকে। হতাশাটা আরও গভীরভাবে চেপে ধরল অ্যাডামকে।

মৃদু একটা ঝাঁকি খেল ফ্লাইং সসার। থেমে গেল।

ওদের বামদিকে উদয় হলো একটি দরজা।

দরজার ওপাশে খাঁ খাঁ করছে একটি হলওয়ে।

দুই এলিয়েন ঘুরে দাঁড়াল। তাক করল অস্ত্র।

ইঙ্গিত পরিষ্কার। উঠে পড়ো এবং পা বাড়াও।

ধীরে ধীরে সিধে হলো অ্যাডাম এবং ওয়াচ। একে অন্যের দিকে তাকাল।

'আমরা কি আর মজা করতে পারব?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'অবশ্যই,' জবাব দিল ওয়াচ। 'আর মজা করতে করতে বেছে নেব মৃত্যু।'

দুই এলিয়েন ওদেরকে ফ্লাইং সসার থেকে নামিয়ে আনল।

নয়

স্যালি এবং সিন্ডি হাইপার স্পেসে অ্যাডাম ও ওয়াচের পিছু পিছু আসছিল। খুদে এলিয়েনের সাহায্যে ওরা অ্যাডামদের শিপ থেকে অনেক দূরে থেকেছে যাতে ওই জাহাজের এলিয়েনরা ওদেরকে দেখতে না পায়। সিন্ডির ধারণা, অ্যাডামদের শিপের এলিয়েনরা হয়তো ভেবেছে স্যালিদের শিপ চালাচ্ছে তাদের লোক। যদিও কাপুরুষ এলিয়েন দুটোকে বেযমেন্টে আটকে রেখেছে স্যালি। খুদে এলিয়েন তার শিক্ষকদের অমন একটা ধারণাই দিয়েছে। সে ধারণা দিয়েছে স্যালিদের সঙ্গে মারামারি করে সে জিতে গেছে এবং জাহাজ চালাচ্ছে। সিন্ডি বামন এলিয়েনকে বিশ্বাস করলেও তার ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছে না। স্যালির সন্দেহ সত্যিও হতে পারে। বামন এলিয়েন ওদেরকে ফাঁদে ফেলার চক্রান্ত করছে।

কিন্তু বামন এলিয়েনকে দেখে মোটেই কুচক্রীর মত মনে হয় না। সে নিজের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে, স্যালি এবং সিন্ডিকে নানান প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে রাখল।

'তোমরা পাহাড়ে, পানির ধারে গিয়েছিলে কেন?'

'আমরা ঠাণ্ডা হতে গিয়েছিলাম,' জবাব দিল সিন্ডি। 'আমাদের শহরে খুব গরম পড়ে যায়। আমরা বাইক নিয়ে রিজারভয়েরে চলে আসি। তুমি বাইকগুলো দেখেছ?'

'না। ল্যান্ড করার আগে আমার শিক্ষকরা আমাকে নিচে পাঠিয়ে দেন।'

'তাদের নিষ্ঠুর চেহারা তারা তোমাকে দেখতে দিতে চায়নি,' বিড়বিড়

করল স্যালি।

'তোমার কথাই হয়তো ঠিক। আর তোমার কথা যদি সত্যি হয়, আমাদের সরকারকে এ বিষয়টি অবহিত করতে হবে। জনগণের জানা উচিত কী ঘটছে।'

সময় কেটে যাচ্ছে। মাথার ওপরে এলিয়েন সূর্য আকারে ক্রমে বড় হচ্ছে। ওরা সোলার সিস্টেমের কেন্দ্রস্থলে উড়ে চলেছে। হাইপারজাম্পের তিন ঘণ্টা পরে ওরা নীল-সাদা একটি পৃথিবী দেখতে পেল। সিন্ডি এবং স্যালি দেখে খুবই অবাক হলো পৃথিবীর চাঁদের মত একটি চাঁদ ওই পৃথিবীকে আবর্তন করছে।

খুদে এলিয়েন ওদেরকে একটি প্রকাণ্ড স্পেস স্টেশনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করল।

'তুমি ঠিক জানো অ্যাডাম এবং ওয়াচকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?' প্রকাণ্ড কাঠামোটির কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে জানলে?' প্রশ্ন করল স্যালি।

'তোমরা যাকে রেডিও বল তার সাহায্যে আমাকে জানানো হয়েছে।'

'বেযমেন্টে যে এলিয়েন দুটোকে আটকে রেখেছি ওরা কি টেলিপ্যাথির সাহায্যে তোমাদের সরকারকে জানিয়ে দিতে পারে যে আমরা এ স্পেসশিপটি দখল করেছি?' জানতে চাইল স্যালি।

'আমি এ জাহাজের চারপাশে একটি মেন্টাল শিল্ড তৈরি করেছি। এ শিল্ডের বাইরে শুধু আমার চিন্তা-ভাবনাগুলোর চলাফেরার স্বাধীনতা হয়েছে, অন্য কারও নয়।'

'তোমরা অ্যাডাম এবং ওয়াচকে নিয়ে কী করবে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'বিশাল স্পেস স্টেশনটি খুবই কাছে চলে এসেছে। ওটার মাথায় উঠে যাচ্ছে ওরা। একটি কালো দরজা খুলে গেল।

'আমি জানি না।'

'আমাদের গ্রহে তোমরা কেন গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'শিক্ষকরা বলেছেন শিখতে গিয়েছিলাম।'

শিপের গতি মন্থর হয়ে এল। স্টেশনে ঢুকছে।

'আমাদের সঙ্গে ঝামেলা বাধালে যে ভালো হবে না আশা করি ওরা বুঝতে পেরেছে,' বলল স্যালি। 'তুমি আমাদের বন্ধুদের উদ্ধার করার জন্য একটা প্ল্যান করেছ বললে। কী সেটা?'

'প্ল্যানটা ব্যাখা করা মুশকিল।'

কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখা অস্ত্রে হাত রাখল স্যালি। 'তোমাকে ব্যাখ্যা করতেই হবে। তোমাকে বিশ্বাস করে এতদূর এসেছি। কিন্তু জাহাজ থেকে বেরুবার আগে জানতে চাই তুমি তোমার আস্তিনের মধ্যে কী লুকিয়ে রেখেছ।'

বামন এলিয়েনকে বিস্মিত দেখাল। সে জামার আস্তিন পরীক্ষা করল।

'কই, আস্তিনের মধ্যে, আমার হাত ছাড়া তো অন্য কিছু নেই, স্যালি।'

মুখ বাঁকাল স্যালি। 'আমাদেরকে বলো এই ধাতব সিলিন্ডার থেকে কীভাবে বন্ধুদের বের করে নিয়ে যাব।'

একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে জবাব দিল এলিয়েন।

'আমরা কেউ এ শিপ ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। অন্তত এ মুহূর্তে নয়। আমি একটা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব।'

'কী!' চমকে গেল সিন্ডি।

'আমি ঘোষণা করব তোমার বন্ধুদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে এসে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আগেই বলেছি এটা আইনবিরুদ্ধ কাজ। আমি প্রমাণ করে দেখাব তোমাদের বন্ধুরা বন্দি।

'কিন্তু অ্যাডাম এবং ওয়াচ কোথায় আছে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'আমি আমার বয়সীদেরকে বলব ওরা যেন খুঁজে বের করে অ্যাডাম এবং ওয়াচকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে।'

'যদি কোনও সংরক্ষিত এলাকায় ওদেরকে আটকে রাখা হয়?'

আশংকা প্রকাশ করল স্যালি।

'আমাদের সংস্কৃতিতে সংরক্ষিত এলাকা বলে কিছু নেই।'

'তুমি বললে একটা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেবে,' বলল স্যালি।

'তার মানে কি লুটতরাজ আর অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে?'

স্যালির প্রশ্ন শুনে বিমূঢ় হয়ে গেল এলিয়েন। জবাব দিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল।

'না। আমার লোকেরা একত্রিত হয়ে অ্যাডাম এবং ওয়াচের মুক্তির দাবি করবে।'

স্যালি সিন্ডির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। 'আমাদের ছোট্ট বন্ধুটি তাদের সরকারের বদ মতলব সম্পর্কে সচেতন নয়।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'বিষয়টা একবার চিন্তা করে দেখো। এই শিপগুলো স্পুকসভিলে অবতরণ করেছিল মানুষ অপহরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। যে এলিয়েন দুটোকে আমরা বন্দি করেছি ওগুলো ওখানে কোনও কিছু আবিষ্কার করতে যায়নি। ওরা কয়েকটি মানুষ ছিনতাই করতে চেয়েছিল। আমার ধারণা এ কাজটি এরা এর আগেও বহুবার করেছে।'

'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ?' প্রশ্ন করল সিন্ডি।

'আমার অবশেষে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে যে এই খুদে বামনটা আমাদের পক্ষে রয়েছে। তবে বাচ্চাটা বড্ড সহজ-সরল। ওদের সরকার আমাদের পৃথিবীর সরকারের চেয়ে কোনও অংশে ভালো নয়। এ ছেলেটি তাদের সরকারের গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনও ধারণাই রাখে না। এ জন্যই আমাদেরকে অপহরণ করার সময় একে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সে যদি এ শিপেই বসে যাবে, অ্যাডাম এবং ওয়াচের সন্ধান পাবার সম্ভাবনা দশভাগে এক ভাগ।' বিরত দিল স্যালি। 'আমার কথা শুনলে তো...ভালো কথা, তোমার নাম কী?'

'একুইল ১২।'

'তোমাকে এক বলে ডাকলে মাইন্ড করবে না তো?' বলল স্যালি।

'করবে না? বেশ। আমি এইমাত্র কী বললাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তো কী ভাবছ?'

'আশা করি তোমার ধারণা ভুল।'

হেসে উঠল স্যালি। তবে নিষ্প্রাণ হাসি 'তোমার যা খুশি আশা করতে পার। তবে এখান থেকে সহি সালামতে বেঁচে-বর্তে ফিরতে পারলে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করব। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমরা ল্যান্ড করার পরপরই দেখতে পাব বাইরে একদল গার্ড আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'না। আমি ইতিমধ্যে মেসেজ পাঠিয়ে বলে দিয়েছি এ জাহাজের নিয়ন্ত্রণ এখন আমার হাতে। অপর জাহাজের শিক্ষকদেরকে আমি বলেছিলাম জাহাজের নিয়ন্ত্রণ আমি নিয়ে নেব। কাজেই বাইরে আমাদের জন্য কোনও গার্ড অপেক্ষা করে নেই।'

'এক, বলতে খারাপ লাগছে,' বলল স্যালি। 'তবে তুমি খুব শীঘ্রি একটা বাস্তব শিক্ষা পেতে চলেছ। এ জাহাজ থেকে অপর শিপটি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। এটা হেলাফেলা করার কোনও বিষয় নয়। আমাদের জন্য বাইরে গার্ড অপেক্ষা করছে এবং তারা সশস্ত্র। তুমি ওদেরকে জাহাজে ঢুকতে দেবে। আমি এবং সিন্ডি দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াব। ওরা জাহাজে ঢোকা মাত্র ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। তারপর অন্য গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে বেযমেন্টে আটকে রাখব।'

এক মাথা চুলকে বলল, 'ওরা ভেতরে ঢুকলেই তুমি গুলি করবে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল স্যালি। 'তোমাদের এক লোক আমাকে গুলি করেছিল। প্রবল মাথাব্যথা নিয়ে আমার জ্ঞান ফিরেছে। কাজেই শোধ তো নিতেই হবে।'

দশ

লকার রুম জাতীয় একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো অ্যাডাম এবং ওয়াচকে। টেলিপ্যাথির সাহায্যে ওদের বলা হলো জামা-কাপড় খুলে গোসল করে নিতে। কমলা রঙের অদ্ভুত একটি তরলে গোসল করল ওরা। সাইকেলে চড়ে এবং এলিয়েনদের সঙ্গে মারামারি করার পরে গোসলটা ওদের শরীর-মন চনমনে করে তুলল। মাথায় প্রচুর ধুলো জমে গিয়েছিল। পরিষ্কার করে ফেলল অ্যাডাম।

গোসল সেরে দেখল ওদের জামা কাপড় নেই। বদলে এক জোড়া জাম্প স্যুট রয়েছে। এলিয়েনদের গায়ে এ পোশাকই দেখেছে ওরা। তবে এগুলো আকারে বড়। দ্রুত কাপড় পরে নিল অ্যাডাম এবং ওয়াচ। বেশ নরম কাপড়। পরে আরাম লাগল। শুধু সমস্যা একটাই– ওয়াচ তার চশমা খুঁজে পাচ্ছিল না। সে অন্ধের মত চশমার সন্ধানে হাতড়ে বেড়াতে লাগল। অ্যাডামও খুঁজছে। দুটো এলিয়েন হাতে রে-গান নিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। চশমা খুঁজে না পেয়ে খুবই বিরক্ত হলো অ্যাডাম।

'আমার বন্ধুর চশমা কোথায়?' এলিয়েনদের জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'ওর চশমা এনে দাও। চশমা ছাড়া সে একপা-ও হাঁটতে পারে না।'

এলিয়েনরা এমন ভান করল যেন অ্যাডামের কথা বুঝতে পারেনি। তারা বন্দুক উঁচিয়ে ঘরের দূর প্রান্তের একটি দরজা দেখাল। অ্যাডাম এবং ওয়াচকে ওদিকে যেতে বলছে। কিন্তু অ্যাডাম যেতে অসম্মতি জানাল।

'চশমা না নিয়ে আমরা কোথাও যাচ্ছি না,' অ্যাডাম প্রথমে নিজের চোখের দিকে ইঙ্গিত করল, তারপর ওয়াচের চোখ দেখাল। 'বুঝতে পেরেছ? চোখে দেখার জন্য ওই জিনিসটি ওর দরকার।'

আবার বন্দুক দিয়ে যাওয়ার ইশারা করল এলিয়েনেরা।

'না,' বুকে হাত বাঁধল অ্যাডাম। 'তোমরা আমাদেরকে গুলি করতে পার। তবে চশমা ছাড়া আমরা কোথাও যাচ্ছি না।'

আলটিমেটামে কাজ হলো। অবশেষে ওরা একটা টেলিপ্যাথিক মেসেজ পাঠাল।

'আমরা জানতাম না চশমা তোমাদের জন্য এত জরুরি জিনিস।'

ফিরিয়ে দেয়া হলো চশমা। ওদেরকে লকার রুম থেকে ছোট একটি কিউবিকলে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে পৃথিবীর মত টয়লেট এবং দুটো ছোট বিছানা আছে। ঘরের দেয়াল কাঁচ অথবা প্লাস্টিকে তৈরি। দেয়ালের ওপাশে উঠোনের মত জায়গা। ছোট ঘরটিতে ওদেরকে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘুরল এলিয়েনেরা, দরজা বন্ধ করে চলে গেল। অ্যাডাম বেশ কয়েকবার ধাক্কা দিল দরজায়। কিন্তু খুলল না কপাট। শেষে হতাশ হয়ে ছেড়ে দিল হাল। দরজায় ডোর নব পর্যন্ত নেই যা কিনা ভাঙার চেষ্টা করা যেতে পারে।

'এটা একটা খাঁচা,' বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

'অনেকগুলো খাঁচার একটা,' বলল ওয়াচ। দাঁড়িয়ে আছে দূর প্রান্তের দেয়ালে। 'ওই যে দেখো।'

প্রকাণ্ড গোলাকার উঠোনটিতে কমপক্ষে কুড়িটি কক্ষ। অ্যাডামদের ঘরের মত ছোট ছোট ঘর। প্রতিটি ঘরে রয়েছে একই রকম স্বচ্ছ দেয়াল। ঘরগুলোতে কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীদের দেখা যাচ্ছে। কোনও কোনও ঘরে একই চেহারার দুটি প্রাণীও আছে। এক নজর বুলিয়েই অ্যাডাম এবং ওয়াচ বুঝতে পারল এ গ্যালাক্সিতে এরকম প্রাণীর অভাব নেই।

ওদের সবচেয়ে কাছের ঘরটিতে যে প্রাণীটিকে ওরা দেখতে পাচ্ছে ওটার ছ'টা মাথা। দুই মিটার লম্বা, বোঝাই যায় এটা পতঙ্গ শ্রেণীর। ছয়

পায়ে হাঁটছে, তিনটা মাথায় ডজনখানেক চোখ, বাকি তিনটি মাথায় ছোট ছোট থাবা এবং মুখ রয়েছে। ওটা অ্যাডামদের দিকে অশুভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। থাবা মেরে ওদের ধরতে চাইছে। নিজেদের অজান্তেই অ্যাডাম এবং ওয়াচ স্বচ্ছ দেয়ালের সামনে থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পিছিয়ে এল। বিকট প্রাণীটার ভাবসাব ভালো ঠেকছে না। ওটা যেন ওদেরকে খেতে চাইছে।

আরেকটি খাঁচায় রয়েছে বুদ্বুদ আকৃতির অদ্ভুত একটা জিনিস। ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়াও আছে মাছের মত দেখতে আজব প্রাণী, পাখি-মানব, আরেকটা দেখে মনে হলো রোবট এবং ডাইনোসরের শংকর। একটা বিগফুটও দেখতে পেল ওরা। রোমশ বন মানুষ ওদেরকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল। অ্যাডামও উৎসাহ নিয়ে প্রত্যুত্তর দিল।

'আমরা একটা চিড়িয়াখানায় আছি,' তেতো গলায় বলল সে।

'কিন্তু দর্শকরা কোথায়?' বলল ওয়াচ।

'হয়তো এখন রাত বলে সব দর্শক চলে গেছে।'

'স্পেস স্টেশনে রাত-দিন বলে কোনও কথা নেই। এখানে হয়তো পালা করে লোকজন কাজ করে। আর এটা চিড়িয়াখানা হলে সারাক্ষণই খোলা থাকার কথা।' বিরতি দিল ওয়াচ। তারপর বলল, 'এটা ল্যাবরেটরিও হতে পারে। আমাদেরকে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে।'

ভুরু কোঁচকাল অ্যাডাম। 'তোমার কথা শুনে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ওরা কি আমাদেরকে নিয়ে গবেষণা করবে?'

মাথা ঝাঁকাল ওয়াচ। 'করতে পারে। অপারেশনের জন্য মানসিকভাবে এখনই প্রস্তুত থাকা দরকার। হয়তো অজ্ঞান না করেই আমাদের অঙ্গছেদন করার পরিকল্পনা আছে ওদের।'

'বেশি অঙ্গছেদন করা হলে তো মরে যাব।'

'মরে গেলেই বরং ভালো হবে।'

অ্যাডাম বিছানায় এসে বসল। অত্যন্ত বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে। জ্ঞান ফেরার পর থেকে এক মিনিটও বিশ্রাম নিতে পারেনি। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে

পেট। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

'তোমার কথা শুনে খুবই হতাশ বোধ করছি আমি,' বলল অ্যাডাম।

'আমি দুঃখিত,' অ্যাডামের বিপরীত দিকের বিছানায় বসল ওয়াচ। 'তবে যতটা হতাশ আমরা হচ্ছি, পরিস্থিতি ততটা হতাশজনক নাও হতে পারে। আমরা এর আগেও বহু বিপদে পড়েছি। পালিয়েও এসেছি। এবারে কেন ব্যতিক্রম হবে?'

'কারণ এবারে আমরা পৃথিবী থেকে কয়েক কোটি মাইল দূরে একটি খাঁচার মধ্যে আটকা পড়ে আছি।'

হাই তুলল ওয়াচ। শুয়ে পড়ল বিছানায়। 'এখন তুমি আমাকে হতাশ করে তুলছ।'

ওদের মধ্যে আর কোনও কথা হলো না। দু'জনেই চুপচাপ শুয়ে থাকল বিছানায়। বয়ে যেতে লাগল সময়। ক'টা বাজে ধারণা নেই ওদের। কারণ এলিয়েনরা ওয়াচের ঘড়িগুলো নিয়ে গেছে। চশমা ফেরত দিলেও ঘড়ি ফেরত দেয়নি।

হঠাৎ দরজায় মৃদু টোকা পড়ল।

'অ্যাই। তোমরা আছ ওখানে?'

এগার

স্যালি যেরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, ঘটলও তাই। ওদের জন্য চারজন গার্ড অপেক্ষা করছিল। স্যালি একুইল ১২কে বলল গার্ডদের যেন ভেতরে নিয়ে আসে। ওরা ভেতরে ঢোকামাত্র সিন্ডি এবং স্যালি পেছন থেকে বাড়ি মেরে ওদেরকে অজ্ঞান করে ফেলল। তারপর বেযমেন্টে, বাকি দুই এলিয়েনের সঙ্গে এগুলোকেও আটকে রাখল। আর কোনও গার্ড এল না দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সবাই।

একুইল ১২ কম্পিউটার ম্যাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে গত এক ঘণ্টা ধরে। কন্ট্রোল প্যানেলের বামে, এই ত্রিমাত্রিক কম্পিউটার পর্দা রয়েছে। কিন্তু অ্যাডাম এবং ওয়াচের হদিস এখনও বের করতে পারেনি।

'বুঝতে পারছি না ওদের চেহারা কেন পর্দায় ফুটছে না,' টেলিপ্যাথির সাহায্যে বলল একুইল।

'তোমাকে বলেছিলাম না,' একুইলের পেছনে পায়চারি করছে স্যালি। 'এই স্টেশনের বাইরে সংরক্ষিত এলাকা আছে। তুমি ওখানে ওদের খোঁজ করতে ভুলে গেছ। তোমার টেলিপ্যাথিক নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দাও। বলো কী ঘটেছে। তাহলে হয়তো হাজারও মাথামোটাদের মাঝ থেকে কেউ... মানে তোমার নেটওয়ার্ক পার্টনারদের কেউ হয়তো বলতে পারবে ওরা কোথায় আছে।'

'তোমার বুদ্ধিটা আমার পছন্দ হলো না,' বলল সিন্ডি।

'এক এ ধরনের ব্রডকাস্ট করা মাত্র আরও গার্ড হাজির হয়ে যাবে এখানে।'

প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর স্যালি বলল, 'জানি সে কথা। আমি নির্বোধ নই। ওরা এমনিতেও এদিকে আসবে। আমাদেরকে মেসেজটা বাইরে পাঠাতেই হবে। একবার ওরা আমাদেরকে গ্রেফতার করতে পারলে আর কোনও আশা থাকবে না। হয়তো তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটবে আমাদের।'

'আমাদের আইনে মৃত্যুদণ্ড নেই।'

'বন্ধ দরজার পেছনে তোমাদের আইন কী সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে সে ব্যাপারে তোমার কোনও ধারণাই নেই, বাছা,' ধমকে উঠল স্যালি। চুপ হয়ে ভাবল কী যেন। তারপর বলল, 'এ জাহাজে বসে থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার উপায় নেই?'

'আমরা দরজা বন্ধ রাখতে পারি। তবে ওরা চাইলে দরজা উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবে।'

'স্পেসডক-এ আছি আমরা এখন,' বলল স্যালি। 'এ জাহাজ থেকে গুলি ছুঁড়লে কেমন হয়?'

'মোটেই ভালো হয় না। এতে অনেকের আহত হবার সম্ভাবনা আছে।'

চোখের মণি ঘোরাল স্যালি। 'শোনো, এক, আমি সহিংস প্রকৃতির নই। কিন্তু তোমার লোকরাই সহিংসতা শুরু করেছে। আমি এর অবসান চাই। তোমাদের কর্তাব্যক্তিরা হাজির হয়ে গেলে মারামারি ছাড়া আর কোনও উপায় আমাদের নেই। কারণ অ্যাডাম এবং ওয়াচকে ফেরত পেতেই হবে। ওদেরকে বাধ্য করব আমাদের বন্ধুদের ফিরিয়ে দিতে। প্রয়োজনে ব্লাফ দেব।'

'ব্লাফ কী জিনিস?'

'পোকার খেলায় জিততে হলে এটার দরকার হয়।' জবাব দিল স্যালি। সে মেঝেতে আঙুল দিয়ে দেখাল।

'এ জাহাজ দু'ঘণ্টার মধ্যে আলোকবর্ষের গতিতে চলতে পারে। এর

নিশ্চয় শক্তিশালী ইঞ্জিন রয়েছে। এর শক্তির উৎস কী?'

'আমাদের স্পেসড্রাইভ চলে জেলিথিয়াম ১১০ নামে একটি উপাদানের সাহায্যে। এ জিনিস শুধু প্রচণ্ড উত্তপ্ত নীল নক্ষত্রের মধ্যেই পাওয়া যায়। অন্য কোথাও নয়। এটি হাইপারজয়েড কোয়ার্টস চেম্বারে পচানো হয়। পচে সৃষ্টি হয় বোস্টোনিয়ান নামে সাব-অ্যাটোমিক পার্টিক্ল। এগুলো খুবই শক্তিশালী তবে অত্যন্ত সাবধানে নিয়ন্ত্রণ না করলে কাজে লাগানো সম্ভব নয়।'

'এক, এ জিনিস দিয়ে কি বোমা তৈরি করা যায়?' জানতে চাইল স্যালি।

একুইল ১২'র ভাবলেশ শূন্য চেহারাতেও উদ্বেগ ফুটল। *'যায়। এবং ও দিয়ে ভয়ানক কাণ্ড ঘটানো সম্ভব।'*

'কী রকম ভয়ানক কাণ্ড?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটবে।'

'বিস্ফোরণের চোটে এই স্পেস স্টেশন উড়ে যেতে পারে?'

ইতস্তত করল একুইল ১২। 'পারে। শুধু এটা নয়, আরও অনেক স্পেস স্টেশন বিস্ফোরণে উড়ে যাবে।'

'তোমরা বোস্টোনিয়ানের পরিখায় নিয়ন্ত্রণে রাখো যাতে ওটা আকস্মিক বিস্ফোরণ না ঘটে?' প্রশ্ন করল স্যালি।

'হ্যাঁ। তবে খুব ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।'

'এটা শুরু হয়ে গেলে কি চেইন রিয়্যাকশন থামানো সম্ভব?'

'হ্যাঁ। যদি ভাগ্য ভালো থাকে।'

'এরকম কোনও চেইন রিয়্যাকশন শুরু করলে বাইরের কর্তৃপক্ষের জানার কোনও সম্ভাবনা আছে কি যে তুমি কী করছ?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'ওরা কি মনিটর করে?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা কি ভয় পেয়ে যাবে?'

বড়সড় মাথাটি নিচু করল এলিয়েন।

'হ্যাঁ। খুব ভয় পেয়ে যাবে। আমাদের লাখ লাখ মানুষ মারা যেতে পারে।'

হাসল স্যালি। 'এক, কাউকে মারার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র নেই। আমরা শুধু তোমাদের লোকদের ভয় দেখাব যাতে অ্যাডাম এবং ওয়াচকে ছেড়ে দেয়। তবে দরকষাকষির সময় ওদেরকে হুমকি দিয়ে বলব আমি স্পুকসভিলের এক পাগলি, যে খুব সহজে এই স্পেস স্টেশন উড়িয়ে দিতে পারে।'

'স্পুকসভিল কী?'

'ওখান থেকেই আমরা এসেছি,' ব্যাখ্যা করল স্যালি। 'এরকম নামকরণের জন্য তোমাদের মত লোকরাই দায়ী। এখন তুমি টেলিপ্যাথিক মেসেজটা ছড়িয়ে দাও এবং তোমার বোস্টন বোমা তৈরি করো। যত দ্রুত সম্ভব কাজ করবে।'

সিন্ডি বলল, 'তুমি কিন্তু আগুন নিয়ে খেলছ, স্যালি।'

'তুমি বুঝতে পারনি, সিন্ডি,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাতে হাত ঘষল স্যালি। 'আমি জেতার জন্য খেলছি।'

বারো

দরজায় ঢোকার আওয়াজ শুনে এবং টেলিপ্যাথিক মেসেজ পেয়ে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামল অ্যাডাম ও ওয়াচ। ছুটল দরজা অভিমুখে। কিন্তু বাইরে কারও সাড়াশব্দ নেই।

'কে হতে পারে বলো তো?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'একুইল ১২ অথবা অন্য কোনও এলিয়েন,' জবাব দিল ওয়াচ।

'এটা হয় একুইল ১২ অথবা অন্য কোনও এলিয়েন। প্রশ্ন হলো আমরা এখন কী করব?'

'কেউ যদি আমাদের মুক্ত করতে আসে,' বলল ওয়াচ, 'অবশ্যই জবাব দেয়া উচিত।'

দরজার গায়ে মুখ ছোঁয়াল অ্যাডাম। 'হ্যাঁ, আমরা এখানে আছি। কিন্তু তুমি কে?'

সাথে সাথে টেলিপ্যাথিক সাড়া মিলল, *'ঝিকিল ১৯১।'*

অ্যাডাম এবং ওয়াচ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। 'এদের নামগুলো খুব অদ্ভুত।'

'হয়তো ঝিকিল নামে ওদের অনেকগুলো এলিয়েন আছে,' বলল ওয়াচ।

আবার দরজায় মুখ ঠেকাল অ্যাডাম। 'তুমি কী চাও?'

'তোমরা কি অ্যাডাম এবং ওয়াচ? দুই মানব সন্তান?'

'হ্যাঁ,' বলল অ্যাডাম। 'আমাদের নাম জানলে কী করে?'

'একুইল ১২ আমাদের কমপিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে আমাদের সরকার তোমাদের দু'জনকে বন্দি করেছে। এটা আমাদের আইন বিরুদ্ধ কাজ। সে আমাদের সবাইকে বলেছে তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে। একুইল ১২কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আমি তার বন্ধু। সে যা বলে তা মেনে চলি। আমি জানি এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে সে ঠাট্টা-মশকরা করবে না।'

'তুমি এখানে এলে কী করে?'

'আমার বাবা এখানে কাজ করেন। আমাদের এখানে ঢোকা নিষেধ। তবু ভাবলাম এদিকটা একটু ঢুঁ মেরে যাই। যদি এঁদিকে তোমাদেরকে পাওয়া যায়। তোমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব কল্পনাও করিনি। আমার কাছে আমার বাবার পাস কী আছে। সেই চাবির সাহায্যে আমি এখানে ঢুকতে এবং বেরুতে পারি।'

'তুমি এ দরজাটা খুলতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'পারব। শুধু দরজার পাশের বোতামটা চাপ দিলেই এটা খুলে যাবে।'

আবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অ্যাডাম এবং ওয়াচ।

'একথা সে আগে বললেই পারতে,' বলল অ্যাডাম।

'ও হয়তো ভয় পাচ্ছে, ভেবে, আমরা দেখতে খুব কুৎসিত দর্শন হব,' বলল ওয়াচ।

'আমি জানি তোমরা দেখতে কী রকম। আমি দরজা খুলছি।'

খুলে গেল দরজা। ঝিকিল ১৯১-এর চেহারা অবিকল একুইল ১২'র মত। সে বাদামের মত বড় বড় কালো চোখ মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তোমরা বেশ লম্বা।'

'আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও লম্বা হবো,' বলল অ্যাডাম।

'একুইল ১২ কই?'

'নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি কোথায়। তবে নিশ্চয় স্পেস ডকে রয়েছে।'

'তুমি কি বলতে পারবে তার সঙ্গে আমাদের দুই বান্ধবী স্যালি এবং সিন্ডি আছে কিনা?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'না। সে মেসেজে ওদের সম্পর্কে কিছু বলে নি। ওরা কি মহিলা মানব সন্তান?'

'হ্যাঁ,' বলল অ্যাডাম। 'তুমি বুঝলে কী করে?'

'তোমাদের সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমাদের সংস্কৃতিতে তোমাদের সংস্কৃতি অবশ্য পাঠ্য।'

'জানতাম না তোমাদের কাছে আমরা এত গুরুত্বপূর্ণ,' বলল অ্যাডাম।

'তোমরা কি আমাদের গ্রহে হামলা চালাবে?'

বিস্মিত দেখাল ঝিকিল ১৯১কে। *'তার প্রশ্নই ওঠে না।'*

অ্যাডাম বলল, 'আমাদেরকে স্পেস-ডকে নিয়ে যেতে পারবে?'

'নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি। তবে খুব সাবধানে যেতে হবে। তোমাদেরকে লুকিয়ে রাখা সহজ নয়। আমি বিশেষ একটা রাস্তার কথা জানি। ওই রাস্তাটি খুব কম ব্যবহার করে।'

'আমাদেরকে অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'অস্ত্র দিয়ে কী হবে?'

'আত্মরক্ষার জন্য লাগবে,' বলল অ্যাডাম। 'তোমাদের লোকেরা আমাদেরকে গুলি করেছে। তবে আবার কেউ হামলা না চালানো পর্যন্ত আমরা কাউকে গুলি করব না। কথা দিচ্ছি।'

'অস্ত্র দিতে পারব না। অস্ত্র কোথায় রাখে তা-ও জানি না।'

'তাহলে আমাদেরকে স্পেস ডকে নিয়ে চলো,' বলল অ্যাডাম।

'সাহায্য করার জন্য আগাম ধন্যবাদ।'

ওয়াচ বন্দি বিগফুটের দিকে তাকাল। 'ওই লোকটাকে ফেলে রেখে যেতে খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে ও আমাদের কেউ।'

মাথা দোলাল অ্যাডাম। 'ওকে পরে উদ্ধার করা যাবে। আগে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।'

কারা-প্রকোষ্ঠ থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল ওরা। বিপরীত দিকে চলল। একশ মিটার হাঁটার পরে কাঁচের তৈরি একটি হলওয়েতে ঢুকল ওরা। মনে হচ্ছে বিশাল একটি পার্ক এরিয়া। সবুজ এলাকাটি মাইল কয়েক লম্বা। হাজার হাজার এলিয়েন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ খেলাধুলা করছে, কেউবা ক্ষুদ্র লেকের পাশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

আকাশে সূর্যের বালাই নেই। আসলে আকাশ বলতেই কিছু নেই। স্রেফ প্রশস্ত, বাঁকা একটি ছাদ, তাতে নরম হলুদ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

স্পেস ডকে পৌঁছুবার আগে একটি গার্ডের মুখোমুখি হয়ে গেল ওরা। গার্ডটা বোধহয় ওদেরকেই খুঁজছিল। তার হাতে রে-গান। ওদেরকে দেখামাত্র উঁচিয়ে ধরল অস্ত্র। ওরা পরিষ্কার এবং শক্তিশালী একটি টেলিপ্যাথিক মেসেজ পেল।

'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

ওরা একটি বাঁক থেকে মাত্র আধ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। অ্যাডাম চোখ টিপল ওয়াচকে। ওয়াচের জন্য ইশারাই কাফি। ওই খাঁচায় আবার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ওদের কারোরই নেই। ওরা লাফ দিয়ে চলে গেল বাঁকের আড়ালে। ঝলসে উঠল সবুজ আলো। তবে ওদের গায়ে লাগল না। দেয়ালে বাড়ি খেল।

ঝিকিল ১৯১ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল নিজের জায়গায়। ওয়াচ ওকে নিয়ে আসার জন্য ছুটে যাচ্ছিল, অ্যাডাম ওয়াচের জামার আস্তিন খামচে ধরল।

'ওকে গার্ড নিয়ে যেতে চায় তো যাক,' ফিসফিস করল ও।

এলিয়েন নিরাপত্তা রক্ষী বোধহয় কোনওদিন স্পাইমুভি দেখেনি। সে বাঁকের দিকে ছুটে আসতে লাগল। মাথায় একবারও খেলল না যে ওরা ওখানে তার জন্যই অপেক্ষা করছে। গার্ডের পায়ে ল্যাং মেরে দিল অ্যাডাম। ডিগবাজি খেল গার্ড। মোটা, বড় মাথাটা সজোরে ঠুকে গেল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল। অ্যাডাম লোকটার অস্ত্র তুলে নিল। ঝিকিল ১৯১ বিস্ময়

এবং ভয় নিয়ে ওদেরকে লক্ষ করছিল।

'তোমরা ভারী অদ্ভুত প্রজাতি।'

'তা তো বটেই,' সায় দিল অ্যাডাম। সে ঝিকিল ১৯১কে অস্ত্রটি দেখিয়ে জানতে চাইল, 'এটা চালায় কীভাবে?'

'কাজটা খুব সহজ। হাতলের ছোট নব ঘুরিয়ে দিলেই অন হয়ে যায় পাওয়ার। বোতাম মোট দশটা। এক নম্বর বোতাম দিয়ে কাউকে স্বল্পক্ষণের জন্য অজ্ঞান করা যায়। দুই নম্বর বোতাম টিপে অনেকক্ষণ অজ্ঞান করে রাখা চলে। চার নম্বর বোতাম দিয়ে মানুষ মারা যায়।' সাবধান করে দিল ঝিকিল। অনুনয় করল, *'দয়া করে কাউকে মেরে ফেলো না।'*

'আমরা কাউকে মারতে চাই না,' বলল অ্যাডাম। 'আমরা শুধু বাড়ি যেতে চাই।'

ঝিকিল ১৯১ ওদের নিয়ে পা বাড়াল। দশ মিনিট পরে চলে এল স্পেস ডকে। অ্যাডাম এবং ওয়াচ দেখল কতগুলো এলিয়েন একটি সাদামাটা চেহারার ফ্লাইং সসারের চারপাশে ভিড় করে আছে। সরু ডকের শেষ মাথায় শূন্যে ভেসে রয়েছে ওটা। সার্ডিন মাছের ঝাঁকের মত ওটার ওপর ঝুঁকে রয়েছে এলিয়েনের দল। তাদের সঙ্গে বহনযোগ্য নানান ইন্সট্রুমেন্ট। জাহাজের ভেতরে কী আছে অনুমান করার চেষ্টা করছে যেন ওরা। অ্যাডাম দেখেই বুঝতে পারল এটা সেই দ্বিতীয় স্পেসশিপ যেটা স্পুকসভিলে ল্যান্ড করেছিল। এটার মধ্যে নিশ্চয় স্যালি এবং সিন্ডি আছে। অ্যাডামের মনে হলো ফ্লাইং সসারটিকে ঘিরে থাকা এলিয়েনের দল কী নিয়ে যেন দুশ্চিন্তায় আছে।

ওদেরকে আরও দুশ্চিন্তায় ফেলার বুদ্ধি করে ফেলল অ্যাডাম। সে হাতের অস্ত্রের দশ নম্বর বোতাম টিপে উঁচিয়ে ধরল ভিড় লক্ষ্য করে।

'শিপের সামনে থেকে সরে যাও নয়তো গুলি করে মারব,' হাঁক ছাড়ল ও।

তেরো

একুইল ১২ কিছুক্ষণ আগে অ্যাডামদের খোঁজ করার জন্য তার টেলিপ্যাথিক নেটওয়ার্ক মেসেজ প্রচার করে। একই সঙ্গে সে জেলিথিয়াম ১১০-হাইপারজয়েড-কোয়ার্টজ-বস্টোনিয়ান চেইন রিয়্যাকশনের কাজ শুরু করে দেয়। এবং এলিয়েন বিজ্ঞানীরা তাদের যন্ত্রের সাহায্যে বিষয়টি টেরও পেয়ে যায়। এজন্যই তারা ফ্লাইং সসারের পাশে ভিড় জমিয়েছে। স্যালি ইতিমধ্যে দাবি জানিয়েছে অ্যাডাম এবং ওয়াচকে ছেড়ে দিতে হবে। ওদেরকে মুক্তি না দিলে স্পেস স্টেশন উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে সে। আশা চেইন রিয়্যাকশন চরম অবস্থায় পৌঁছার আগেই ওর দাবি মেনে নেয়া হবে।

'এখনও যে ওরা দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে নি তা-ই ভাগ্য,' দেয়ালের পর্দায় চোখ রেখে বিড়বিড় করল সিন্ডি।

কন্ট্রোল প্যানেল থেকে মুখ তুলল একুইল ১২। 'ওরা ভয় পাচ্ছে দরজা ভাঙার চেষ্টা করলে যদি আমরা রিয়্যাকশনের গতি বাড়িয়ে দিই।'

স্যালি পায়চারি করছে। উত্তেজনায় থমথম করছে পরিবেশ।

'ওদেরকে ছাড়া এ জায়গা থেকে একপা-ও নড়ছি না আমরা,' ঘোষণার সুরে বলল সে।

'তোমাকে আসলে আমি বুঝতে পারি না,' বলল সিন্ডি। 'একবার ওদেরকে ছাড়াই বাড়ি ফেরার কথা বল। আবার পরমুহূর্তে ওদের জন্য হাজারও এলিয়েন খুন করতেও তোমার দ্বিধা নেই।'

'মত পরিবর্তনের অধিকার প্রতিটি মেয়েরই আছে,' বলল স্যালি।

'তোমার লোকেরা অ্যাডাম এবং ওয়াচকে ছেড়ে দেবে কি?' একুইল ১২কে জিজ্ঞেস করল সিন্ডি। 'নাকি ওদের জন্য স্পেস স্টেশন ধ্বংস হলেও তোমার ভাই-ব্রাদারদের কিছু আসবে যাবে না?'

'আমার লোকজন কোনও ঝুঁকির মধ্যে যেতে চায় না। নিজেদের জীবনের প্রতি তাদের যথেষ্ট মায়া আছে। কিন্তু হঠাৎ এরকম একগুঁয়ে আচরণ কেন করছে বুঝতে পারছি না। ইন্সট্রুমেন্টে তাকাল একুইল ১২।

'আমরা লেভেল ৭২-এ পৌঁছে গেছি।'

'এত জলদি?' ঢোক গিলল সিন্ডি।

'রিয়্যাকশন ক্রিটিকাল ম্যাস-এ পৌঁছুলে এত জলদিই কাজ করে।'

'আমাদের হাতে আর কতক্ষণ সময় আছে,' জানতে চাইল স্যালি।

'রিয়্যাকশন থামানোর জন্য বড়জোর তিন মিনিট। আর বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য পাঁচ মিনিট।'

'আমাদেরকে পিছু হঠতে হবে,' বলল সিন্ডি।

'আমরা পিছু হঠব না!' বলল স্যালি। পায়চারি থামিয়ে তাকাল একুইল ১২-র দিকে। 'এক, তুমি একবার তোমার কম্পিউটার ম্যাপটা চেক করে দেখো তো অ্যাডাম এবং ওয়াচের হদিস মেলে কিনা।'

একুইল ১২ তার কম্পিউটার ম্যাপে খুঁজে বেড়াল অ্যাডাম এবং ওয়াচকে। পেল না। ভিউয়িং পোস্ট দিয়ে বাইরে তাকাল সিন্ডি। ওর প্রায় হার্ট অ্যাটাক হবার জোগাড়।

'ওই যে ওরা!' চেঁচিয়ে উঠল সিন্ডি। 'অ্যাডাম এবং ওয়াচ।'

শূন্যে হাত ছুঁড়ল স্যালি। 'জানতাম ব্লাফে কাজ হবে।'

'না!' দ্রুত বলল সিন্ডি। 'এলিয়েনরা ওদেরকে স্বেচ্ছায় নিয়ে আসছে না। অ্যাডামের হাতে একটা বন্দুক দেখতে পাচ্ছি। সে জনতার দিকে তাক করে আছে বন্দুক। ওরা নিশ্চয় পালিয়ে এসেছে।'

'আমিও মনে মনে তেমনটাই আশা করছিলাম,' বলল স্যালি। ঘুরল

এক-এর দিকে। 'হেইলিং ফ্রিকোয়েন্সি খোলো।'

'কী?'

'ও বাইরে লোকদের সঙ্গে কথা বলবে,' ব্যাখ্যা করল সিন্ডি। 'কথা বলা যাবে?'

'অবশ্যই।' একুইল ১২ একটি বোতাম টিপে দিল। *'কথা বলো। ওরা তোমার কথা শুনতে পাবে।'*

'আমরা কোথায় আছি এখন?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'লেভেল ৭৫। চেইন রিয়্যাকশন বন্ধ করার জন্য দুই মিনিট সময়ও নেই।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল স্যালি। তারপর জোরে জোরে বলতে লাগল। 'অ্যাডাম, ওয়াচ– স্টারশিপ ইউএফও থেকে ক্যাপ্টেন সারা উইলকক্স বলছি। তোমরা পালিয়ে আসতে পেরেছ জেনে আনন্দ বোধ করছি। তবে তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমার স্টারশিপ আর দুই মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরিত হতে চলেছে। এবং বিস্ফোরণ ঘটলে এক হাজার মাইলের মধ্যে সব কিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। ওভার?'

বাইরে, ডকের কাছে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল অ্যাডাম এবং ওয়াচ। 'পাওয়ার বোধহয় ওর মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকে গেছে,' বলল ওয়াচ।

'ও কি ব্লাফ দিচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'মনে হয়।' জবাব দিল ওয়াচ। সে এলিয়েনদের ভিড়ের দিকে ইঙ্গিত করল। তারা মৌমাছির মত ঘিরে রেখেছে শিপ। ও বোধহয় এ লোকগুলোকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে চাইছে যাতে আমরা নির্বিঘ্নে শিপে উঠতে পারি।'

ঝিকিল ১৯১ ওদের পাশে দাঁড়িয়ে উসখুস করছিল।

'ও আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। তোমাদেরকে শিপে যেতে দিতে আমি সানন্দে রাজি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যাডাম। হাতে এখনও ধরে আছে অস্ত্র। 'বুঝতে পারছি

না কী করব। এ জিনিস ফায়ার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ যদি আহত হয়?'

'কাউকে না কাউকে তো পিছু হঠতেই হবে।' গম্ভীর গলায় বলল ওয়াচ।

এদিকে শিপের ভেতরে একুইল ১২ স্যালিকে জানাল রিয়্যাকশন লেভেল ৭৮-এ পৌঁছে গেছে। *'আমাদের হাতে এক মিনিটেরও কম সময় আছে।'*

'ওরা আমাদেরকে যেতে দিচ্ছে না কেন?' হতাশায় গুঙিয়ে উঠল স্যালি। 'ওরা কি বুঝতে পারছে না আমি সিরিয়াস? ওরা কি মরতে চায়?'

'ওদের ভাবগতিক বুঝতে পারছি না। যেমন বুঝতে পারছি না ওরা কেন তোমাদেরকে ধরে নিয়ে এল।'

'চেইন রিয়্যাকশন থামাও!' আর্তনাদ করে উঠল সিন্ডি। 'তোমার ব্লাফে কোনও কাজ হয়নি।'

'থামাব না,' চেঁচাল স্যালি।

'আমরা লেভেল ৭৯তে পৌঁছে গেছি।'

লেভেল ৮৪তে পৌঁছালেই মহা বিস্ফোরণ ঘটবে।

'থামাও বলছি!' গর্জে উঠল সিন্ডি। 'এক, প্লাগ টানো।'

'কোন্ প্লাগ টানব?'

'দাঁড়াও!' চিলের গলায় চেঁচাল স্যালি।

'কিসের জন্য দাঁড়াব?' সিন্ডি আরও জোরে চেঁচাল। 'মৃত্যুর জন্য?'

'ঠিক আছে। তোমার কথাই রইল।' ঘুরল স্যালি। 'সারেন্ডার করছি।'

কন্ট্রোল প্যানেলে ঝুঁকল সিন্ডি। 'রিয়্যাকশন বন্ধ করো,' বলল একুইল ১২কে। 'এক্ষুনি।'

একুইল ১২'র চারটে আঙুল ঝড়ের গতিতে উড়ে বেড়াতে লাগল কন্ট্রোল প্যানেলে। তারপর হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। তাকাল সিন্ডির দিকে। তার গোটা শরীর যেন কুঁকড়ে গেল।

'দেরি হয়ে গেছে।'

'কী?' গুঙিয়ে উঠল সিন্ডি।

'আমরা লেভেল ৮১তে চলে এসেছি। এখন বিস্ফোরণ ঘটবেই। কেউ থামাতে পারবে না।'

সিন্ডির বুক থেকে সমস্ত বাতাস যেন বেরিয়ে গেল হুস করে। সে স্যালির দিকে তাকাল।

'ওয়েল, তুমি যা চেয়েছ তাই শেষ পর্যন্ত পেলে। আমরা শেষ।' এক সেকেন্ডের জন্য জমে গেল স্যালি, তারপর বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল একুইল ১২'র দিকে। 'এ জাহাজ স্পেস ডকের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমরা যদি ওদেরকে জানাই আমরা এটা থামাতে পারছি না এবং ওরা আমাদেরকে ছেড়ে দেয়, শিপ স্টেশনের বাইরে নিয়ে যাওয়ার মত সময় পাব কি?'

যন্ত্রপাতি দ্রুত হাতে ঘাঁটল বামন এলিয়েন।

'পাব। আমি এখনও শিপটি চালাতে পারব। ওরা যেতে দিলে বিস্ফোরণের আগেই জাহাজ নিয়ে স্টেশনের বাইরে চলে যাওয়া সম্ভব।'

'ওদের সঙ্গে কথা বলো,' বলল স্যালি। 'জলদি!' সে সিন্ডির কাঁধে হাত রাখল। 'তুমি জাহাজ থেকে নেমে যাও। আমি এক-এর সঙ্গে যাচ্ছি। এসবের মধ্যে আমিই ওকে টেনে এনেছি। ওর কপালে যদি মরণ লেখা থাকে তো আমিও ওর সঙ্গে মরতে চাই।'

সিন্ডি স্যালির হাত চাপড়ে দিল, 'স্যালি, তুমি আমাকে অবাক করলে। তুমি সত্যি খুব সাহসী।'

লাফ দিল একুইল ১২। *'ওরা আমাদের জন্য বাইরের স্টেশনের দরজা খুলে দিয়েছে। আমি ডিপ স্পেসে পাঠিয়ে দেব জাহাজ। এখানে আমাদের কাউকে থাকতে হবে না। আমাদের কাউকে মরতে হবে না।*

আবছা হাসি ফুটল স্যালির ঠোঁটে। 'আমি ভাবছিলাম এ কথাই ও বলবে।'

খুলে গেল সসারের দরজা। ওরা লাফ মেরে নেমে এল ডকে। মাত্র পা

রেখেছে মাটিতে, প্রচণ্ড বেগে উড়াল দিল ফ্লাইং সসার। ওরা একটা ঝিলিক দেখল শুধু– তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। এক মিনিট পার হয়ে গেল। এলিয়েন এবং মানুষ দু'প্রজাতিই বন্ধ করে রইল দম। স্যালি এবং সিন্ডি ভয়াবহ একটি শকওয়েভের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কোনও শকওয়েভ এল না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সবাই। একুইল ১২ জানিয়ে দিল শিপটি নিরাপদ একটি জায়গায় বিস্ফোরিত হয়েছে।

'কিন্তু আমরা তো কিছুই টের পেলাম না,' বলল স্যালি। 'বিস্ফোরণটা মারাত্মক ছিল না?'

'ছিল। তবে জাহাজ প্রচণ্ড গতিতে ছুটছিল। আমাদের এখান থেকে বহুদূরে গিয়ে ওটার বিস্ফোরণ ঘটেছে। আর মহাশূন্যে শকওয়েভ টের পাওয়া যায় না।'

স্যালি মাথা ঝাঁকাল। 'যাক, ওটা তাহলে ভালোয় ভালোয় ঘটেছে। কিন্তু আমরা তো ধরা খেয়ে গেলাম।'

ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। অ্যাডাম এবং ওয়াচ চলে এল বান্ধবীদের কাছে। অ্যাডাম তার বন্দুক এলিয়েনদেরকে দিয়ে দিয়েছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভয়ও এলিয়েনদের টলাতে পারেনি। কাজেই বন্দুক রেখে লাভ কী? ওরা স্যালি এবং সিন্ডির পিঠ চাপড়ে দিল।

'আমাদেরকে উদ্ধার করতে আসার জন্য ধন্যবাদ,' বলল অ্যাডাম।

এলিয়েন গার্ডরা ওদেরকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চার মানব সন্তানকে সোজা খাঁচায় নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে। একুইল ১২ এবং ঝিকিল ১৯১ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তারা তাদের অনুনয় কানেই তুলল না। অ্যাডাম চিন্তা করছিল ওরা ওদেরকে কী শাস্তি দেবে। বন্ধুদের জন্য খুব খারাপ লাগছে। ওরা প্রায় পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তীরে এসেও ডুবে গেল তরী।

হঠাৎ বৃত্তাকার স্পেস পোর্ট ভরে গেল তরুণ এলিয়েনদের আগমনে। প্রথমে ডজন, তারপর শয়ে শয়ে আসতে লাগল তারা। দেখতে দেখতে

সংখ্যাটা দু'হাজারে পৌঁছে গেল। এই এলিয়েনদের গড় উচ্চতা আধ মিটারের বেশি নয়। তবে তাদের সম্মিলিত টেলিপ্যাথিক মেসেজ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং শক্তিশালী।

'মানব সন্তানদের ছেড়ে দাও। ওরা আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি?'

একুইল ১২ সরকারি কর্মকর্তাদের ভিড় ঠেলে অ্যাডামদের পাশে চলে এল। তাকে খুব উত্তেজিত লাগছে।

'এরা সবাই আমার নেটওয়ার্কের বন্ধু। ওরা এই অবিচার মানবে না। ওরা তোমাদের মুক্তির দাবি করছে।'

হাসল অ্যাডাম। 'তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো তোমাদের কর্তৃপক্ষ কি বাচ্চাদের কথা শুনবে?'

'আমার ধারণা শুনবে। আমাদের সমাজে বাচ্চাদের ভোটাধিকার রয়েছে।'

'চমৎকার,' বলল স্যালি। 'এ সুযোগটা আমাদের সমাজে থাকলে আমি দেশের প্রেসিডেন্ট হতাম।'

চলে গেল আরও কয়েক মিনিট। এলিয়েন কর্মকর্তারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করছে। এলিয়েন গার্ডরা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে আছে অ্যাডামদেরকে। তবে সময় যত অতিবাহিত হলো, বাচ্চারা ততই দলে দলে এসে ভরে ফেলতে লাগল ডক এলাকা। কর্মকর্তারা রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। শিশু এলিয়েনদের দাবির ঢেউ এত জোরালো যে এটাকে আর অগ্রাহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশেষে সোনালি স্যুট পরা, লম্বা এক এলিয়েন একুইল ১২কে ডেকে নিয়ে গেল একপাশে। মিনিট দুই একান্তে কথা বলল, তারপর একুইল ১২ ছুটে এল অ্যাডামদের কাছে। সে অ্যাডাম এবং স্যালির হাত ধরে কালো চোখ মেলে তাকাল ওদের দিকে। চেহারায় জ্বলজ্বল করছে আনন্দ।

'ওরা তোমাদেরকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে। আমাকে বলেছে তোমাদেরকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।'

চোদ্দ

মহাশূন্যে, হাইপারজাম্পের কাছাকাছি এসেছে ওরা, স্যালি বলল সিন্ডি বলেছে অ্যাডাম নাকি দেখতে একুইল ১২'র মত। অ্যাডাম একথা শুনে খুবই অপমানিত বোধ করল।

'সিন্ডি এরকম কথা বলতেই পারে না,' বলল অ্যাডাম।

'বলেছে,' বলল স্যালি। 'ওকে জিজ্ঞেস করো।'

সিন্ডির দিকে তাকাল অ্যাডাম। 'তুমি বলেছ একথা?'

ইতস্তত করল সিন্ডি। 'আমি বলেছি এক-কে দেখলে তোমার কথা মনে পড়ে যায়। বলিনি তোমার চেহারা ওর মতো।'

'এলিয়েনকে দেখে আমার কথা মনে পড়ার কারণ কী?'

কন্ট্রোল প্যানেলে বসা একুইল ১২ বলল, *'কারণ আমরা দু'জনেই কিউট।'*

'ঠিক বলেছ,' হাসল সিন্ডি।

একুইল ১২ ফিরল ওদের দিকে। 'আমরা জাম্পের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। তোমরা বাড়ি কখন ফিরতে চাও?'

'এ শিপ কি সময়ের সঙ্গে ট্রাভেল করতে পারে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'অবশ্যই। এখানে তোমরা সময়ের হিসেবে ট্রাভেল করেছ। জানতে না কথাটা?'

'কী করে জানব?' বলল অ্যাডাম। 'আমরা ভেবেছি এটা আর দশটা

স্পেসশিপের মত একটা।'

'কিন্তু তোমরা তো দেখেছ পৃথিবী কতটা বদলে গেছে? তোমরা হয়তো জান আমরা ভবিষ্যতের পৃথিবী থেকে এসেছি।' ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল।

'তুমি ভবিষ্যতের পৃথিবী থেকে এসেছ।' বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

'হ্যাঁ। আমি ভেবেছি কথাটা তোমরা জান।'

স্যালি বলল, 'কিন্তু তোমরা মাথা-মোটা...এমন অদ্ভুত ভিনগ্রহবাসীর মত চেহারা। বিষয়টা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'আমি এলিয়েন নই। আমরা পৃথিবীরই মানুষ। আগামী দুই লাখ বছর বিবর্তন শেষে এরকম চেহারা হবে তোমাদেরও।'

শিউরে উঠল স্যালি। 'নো ওয়ে। আমার নাতির নাতির নাতির নাতির নাতিরা কিছুতেই তোমার মত চেহারা হতে পারে না। আমি তা হতে দেব না।'

'কিন্তু তোমরা মহাশূন্যে বাস করছ কেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

মাথা ঝাঁকাল একুইল ১২। 'আমরা– আমাদের গ্রহ দূষিত করে ফেলি। ওখানে আর বাস করা সম্ভব হচ্ছিল না।'

'আমাদের এখন কী করতে হবে বুঝতে পারছি,' বলল অ্যাডাম।

'মানুষ যাতে ধরিত্রী দূষিত করে তুলতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

মাথা তুলল একুইল ১২। হাসার চেষ্টা করল। 'তা করতে পারলে ভালোই হবে।'

'তুমি বলছ তোমরা আমাদের থেকে অনেক উন্নত। যদি তা-ই হয় তাহলে অতীতে ফিরে এলে কেন? উদ্দেশ্য কী ছিল?'

'আমি বিষয়টি নিয়ে আমাদের সর্বোচ্চ সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছেন তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তোমাদের জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা কীভাবে জীবনযাপন করছে,

তোমাদের সংস্কৃতি কী ধরনের। আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে তোমরা মানিয়ে নিতে পারবে কি না। তবে তিনি ভবিষ্যতে আর পৃথিবী থেকে কাউকে অপহরণ করবেন না বলেছেন। কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চাইলে যাবে।'

'তোমরা বিগফুটকে বন্দি করে রেখেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ। 'সে বেচারা খুবই কষ্টে আছে।'

'আমাদের কিশোররা এর প্রতিবাদ করেছে। বলেছে কাউকে এভাবে বন্দি করে রাখা যাবে না।'

উপসংহার

হাইপারজাম্প শেষে ওরা পৃথিবীতে এসে পৌঁছুল। ফ্লাইং সসার ল্যান্ড করল রিজারভয়েরের পাশে। সিন্ডি তখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে দেখে একুইল ১২ রুপোর একটি বল ঠেসে ধরল ওর গোড়ালিতে। বল থেকে ম্লান লাল একটা আলো বেরুল। সঙ্গে সঙ্গে গোড়ালির ব্যথা চলে গেল সিন্ডির। খুশিতে লাফ দিল সে।

এরপর বিদায়ের পালা। অ্যাডাম একুইল ১২কে ওদের সঙ্গে স্পুকসভিলে থেকে যেতে বলল। কিন্তু রাজি হলো না এক। নিজের গ্রহে অনেক কাজ পড়ে আছে তার।

'তবে কাজ শেষ হলে কিন্তু একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবে।' অনুনয় করল স্যালি। 'তোমাকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি আমাদেরই একজন।'

একুইল ১২ সবার সঙ্গে হাত মেলাল। 'আবার দেখা হবে। কথা দিলাম।'

ওরা বিদায় জানাল। সিন্ডির চোখে জল। সবার চোখেই টলমল করছে অশ্রু। একুইল ১২ শিপে ঢুকতে যাচ্ছে, স্যালি শেষ প্রশ্নটা করল।

'হেই, এক। আজকাল এত গরম পড়ছে কেন জান? এমন গরম জীবনেও দেখিনি।'

'তোমাদের উপকূলের এ অংশে ভারী একটা ইনভারসন স্তর জমে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে ওটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে আবহাওয়া।'

'যাক্, এটা অন্তত ডাইনির অভিশাপ নয়,' অ্যাডাম ঠাট্টা করল।

মুখ গোমড়া করল স্যালি, 'আমি তা আগেই জানি।'